'শাপর্ণা' সর্ব ভারতীয় শাড়ী, কুর্তি, প্রভৃতির খুচরো এবং পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র (AC Show Room)
[কেনাকাটার সাথে পুরী যাতায়াতের দুটি ফ্রি ট্রেন টিকিটের সুযোগ। * শর্তাবলী প্রযোজ্য]
ঠিকানা
৩৮৯, রাণী রাসমণি বাগান,
সন্তোষপুর, যাদবপুর, কোলকাতা-৭০০ ০৭৫
মোবাইল : ৯৬৭৪৩৬২৯৫৪
(হোয়াটস অ্যাপ)/৮০১৭৮২৬১৩৮

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ৭ বৈশাখ – ১৩ বৈশাখ, ১৪২৫ ঃ ২১ এপ্রিল – ২৭ এপ্রিল, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 26, 21 April - 27 April, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ক্যামেরা, ড্রোন, ফাঁদ, খাঁচা কোন কিছুই কাজে

লাগল না। রয়্যাল বেঙ্গলের ভাগ্যে জুটল ডান্ডার বাড়ি আর বল্লমের খোঁচা। দীর্ঘদিনের বাঘাতঙ্ক পরিণত হয়েছে নৃশংসতায়। কাঠগড়ায় বন দফতরের ব্যর্থতা।

রবিবার : কাঠুয়া, উন্নাওয়ের পর সুরাত। সারা দেশের সঙ্গে

পাল্লা দিয়েছে উত্তরপ্রদেশ-গুজরাট। শিশু নিগ্রহে নৃশংসতার প্রতিযোগিতা শিউরে দিচ্ছে দেশকে। তালিকায় চলে এল নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জও।

সোমবার : স্কুল শিক্ষকদের পর এবার কলেজ শিক্ষকদেরও

আইনের বাঁধনে বেঁধে স্বাধনতা হরণ করতে চায় সরকার। এমনই অভিযোগ উঠেছে আচরণবিধির খসড়া নিয়ে। প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে কলেজ শিক্ষক মহলে।

মঙ্গলবার : হায়দ্রাবাদের চারমিনার সংলগ্ন মসজিদে ১১

বছর আগে ঘটা বিস্ফোরণ মামলায় প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পেলেন স্বামী অসীমানন্দ সহ তাঁর চার সঙ্গী।

বুধবার : নগদের আকাল এটিএমে। ব্যাঙ্ক জোগাতে পারছে না

নগদ টাকা। ফলে বিপাকে সাধারণ মানুষ। ২০০০ টাকার নোট ছাপা বন্ধ হওয়াতেই এই বিপত্তি বলে জানিয়েছেন ব্যাঙ্কগুলি। সমস্যা মেটাতে কড়া নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর দফতরের।

বৃহস্পতিবার : ভাল কাজের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের পুরস্কার পাচ্ছে

এ রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলি। পেতে চলেছে সরকারি অনুদানও। তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলার চটা পঞ্চায়েত।

শুক্রবার : লোয়া মৃত্যু তদন্তে ইতি টানল সুপ্রিম কোর্ট। অন্যায়

অভিযোগে অমিত শাহকে ফাঁসানোর চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ায় খুশি বিজেপি। বেজায় চটেছে কংগ্রেস।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

অপরাধ নিয়ন্ত্রণের নামে তোলাবাজির রমরমা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে চড়ে আছে উত্তেজনার পারদ। এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত জিআরপিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে চলছে একপ্রকার পুলিশি দাদাগিরি বলে স্থানীয় বাসিন্দা ও যাত্রীদের একাংশের অভিযোগ। উল্লেখ্য, শিয়ালদহ এসআরপি-র অধীনে রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে মোট ১৩টি জিআরপি থানা। এগুলির মধ্যে উত্তর রিজিওনের মধ্যে বনগাঁ ও হাসনাবাদ শাখাদ্বয়ের অন্তর্বর্তী বিভাজনকেন্দ্রিক বারাসত জংশন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন। কারণ, উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা শহর হল বারাসত। প্রায় ১৬ লক্ষ জনসংখ্যা বিশিষ্ট এই জেলাশহরের এই রেল স্টেশনের পূর্ব পাড় দিয়ে চলে গেছে ৩৫ নম্বর জাতীয় সড়ক যশোর রোড ও টাকি রোড এবং পশ্চিম পাড় দিয়ে গেছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক কৃষ্ণনগর রোড ও বারাকপুর রোড। এই জংশন স্টেশন থেকে বনগাঁ ও হাসনাবাদ দুটি শাখা ভাগ হয়ে গেছে। এই দুটি শাখারই লোকাল ট্রেনের শেষ দুটি স্টেশনই প্রায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া। এই স্টেশন দিয়ে প্রতিদিন আপ-ডাউন মিলিয়ে ২৩৪টি ট্রেন চলাচল করে। এছাড়াও যাতায়াত করে কলকাতা খুলনাগামী বৈদেশিক ট্রেন 'বন্ধন' এক্সপ্রেস। বারাসত জিআরপি থানার জুরিস ডিকশন দুর্গানগর থেকে বারাসত হয়ে হাসনাবাদ রেল স্টেশন পর্যন্ত প্রায় ৭০ কিমি। মোট স্টেশন সংখ্যা ২৬টি। এখানকার প্রধান সমস্যা হল অনুপ্রবেশ। যা বর্তমান সরকারকে আতঙ্কিত করেছে। এছাড়া বারাসত থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাপ্রবণ এলাকা

বারাসত জিআরপি

রয়েছে। বসিরহাট ও হাসনাবাদ সীমান্তবর্তী রেল স্টেশন হওয়ার কারণে ট্রেনপথে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা প্রবল। এ কারণে প্রতিনিয়ত নজরদারি দরকার। সম্প্রতি প্রায় মাস চারেক হল, শিয়ালদহ এসআরপি পদে এসেছেন অশেষ বিশ্বাস। তিনি মূলত অপরাধ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এবং এই মর্মে তার অধীনস্থ সবকটি জিআরপি থানাকে নির্দেশিকাও জারি করেছেন। এদিকে বারাসত জিআরপিতেও প্রায় মাস চারেক নতুন ওসি পদে উন্নীত হয়ে এসেছেন বিদ্যুৎ সাঁপুই। কিন্তু এই ক'মাস ধরে বারাসত জিআরপিতে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের নামে পক্ষান্তরে চলছে পুলিশি দাদাগিরি। এমনটাই অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বাসিন্দা ও যাত্রীমহলে। তাদের অভিযোগ, বারাসত এখন অপরাধী এবং চোরেদের সাম্রাজ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকলে শোনা যায়, কারও টাকার ব্যাগ খোওয়া গিয়েছে, কারও দামি মোবাইল অথবা সোনার চেন। কিন্তু বারাসত জিআরপিতে অভিযোগ জানাতে গেলে বিভিন্ন অজুহাত সহ ওই এলাকা বারাসত জিআরপির অন্তর্ভুক্ত নয় বা, ওটা দমদম কিংবা বনগাঁ জিআরপির বলে পাশ কাটানো মন্তব্য শুনতে হয়। এভাবে অধিকাংশ অভিযোগই গৃহীত হয় না। এদিকে নিরীহ মানুষ যারা লাইন পারাপার করছে, তাদের 'প্রিভেন্টিভ অ্যাক্টে' ধরে এনে জরিমানা ধার্য করা হয়। অভিযোগ, প্রতিদিনই প্রায় এরকম ৩০/৩২ জনকে ধরা হয়। প্রত্যেকের থেকেই প্রায় চারশো টাকা করে জরিমানা ধার্য করা হলেও কাগজে কলমে ৬ থেকে ৮ জনের বেশি দেখানো হয় না। ফলে বাকি টাকা আত্মসাৎ হয়ে যায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

গণতন্ত্রের স্তম্ভে পক্ষপাতের ঘুন

আদালতে বেসামাল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় গণতন্ত্রের এটাই ক্যারিশ্মা। বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েও শেষ পর্যন্ত জয় হয় তারই। ইতিহাসে শুধু থেকে যায় রাজনৈতিক কলঙ্ক। নির্বাচন পরিচালনার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের পবিত্রতা রক্ষা করার দৃঢ়তার অভাবে মুখ পোড়ে শিরদাঁড়াহীন ব্যক্তিত্বের। এই জন্যেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ফারাক হয়ে যায় আকাশ পাতাল। এবারও এই ফারাক ঘুচল না ব্যক্তিত্বের অভাবে। বিরোধীরা আদালত কক্ষে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে যেভাবে নাকানি চোবানি খাওয়ালো তা গণতন্ত্রের পক্ষে

মানুষের দাবিকেই মর্যাদা দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

মোটেই সুখকর নয়।

অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। হাতে অমোঘ ক্ষমতা, সামনে টি এন শেষনের মতো কমিশনারের মডেল, ক্ষমতায় জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল থাকা সত্ত্বেও শুধু সোজা শিরদাঁড়ার অভাবে মুখ পুড়ল বাংলার। দৃঢ় চিত্তের বাঙালি পরম্পরায় গণতন্ত্রের ভিলেনের তালিকায় নাম তুলে ফেললেন বর্তমান রাজ্য নির্বাচন কমিশনার। এর আগেও রাজনৈতিক তোপের মুখে পড়তে হয়েছে কমিশনারদের। আজ যারা বিরোধী হয়ে আদালত কাঁপাচ্ছেন তারাও টি এন শেষনের প্রতি ছুঁড়ে দিয়েছেন তীব্র কটূক্তি। কিন্তু গণতন্ত্র রক্ষার তাগিদে দমাতে পারেন নি শেষণ সাহেবকে। এরপর থেকে ভারতের জাতীয় নির্বাচন কমিশন বিদেশেও মডেল হিসাবে গণ্য হয়েছে।

এবারের রায় অভূতপূর্ব। অমোঘ ক্ষমতার অধিকারী নির্বাচন কমিশনের নির্দেশই বাতিল করে দিয়েছে আদালত। বুঝিয়ে দিয়েছে ক্ষমতা থাকলেই হয় না তার নিরপেক্ষ প্রয়োগই হল আসল কথা। চটজলদি প্রতিক্রিয়ায় জানা গিয়েছে শুধু বিরোধীরাই নয় শাসক দল তৃণমূলও মেনে নিয়েছে রায়। এরপর নৈতিক দায় কমিশনারের হৃদয় উদ্বেলিত করে কিনা সেটাই এখন দেখার। সব সরকারি আধিকারিক নির্বাচন কমিশনারের মতো পদ পান না। যিনি পান তাঁর সুযোগ ঘটে গণতন্ত্রের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে ইতিহাসে স্থান করে নেওয়ার। সে সুযোগ হারালেন বর্তমান কমিশনার। তৃণমূলের মতো জনপ্রিয় একটি দলের পক্ষেও এই রায় হৃদয় বিদারক।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিজেপি'র বাড়বাড়ন্ত, কোমায় কংগ্রেস

দেবাশিস রায়

রাজ্যজুড়ে বিজেপি'র বাড়বাড়ন্ত। আর শতাধিক বছরের পুরনো জাতীয় কংগ্রেস দলটা ক্রমশ কোমায় চলে যাচ্ছে। পূর্ব বর্ধমানে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপি টক্কর দেওয়ার চেষ্টা করলেও কংগ্রেস কোনও প্রার্থীই দিতে পারল না এখানে। বর্তমানে বিজেপি'র এই শক্তিবৃদ্ধির একমাত্র কারণ হল তৃণমূল কংগ্রেস। এমনটাই মনে করছে রাজ্য কংগ্রেস। পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থীর মনোনয়নকে কেন্দ্র করে সারা রাজ্যে শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে সংঘাতের নিরিখে এই মত কংগ্রেসের। কংগ্রেস নেতৃত্বের মতে, পঞ্চায়েত ভোটে মনোনয়নকে ঘিরে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের লাগামহীন সন্ত্রাসের উপযুক্ত জবাব দিতে পেরেছে একমাত্র বিজেপি। একদা এই রাজ্যে যে সিপিএমের প্রবল পরাক্রম ছিল তারাও কার্যত এবার পিছনের সারিতে। তবে, রাজ্যে নিজেদের বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেস নেতৃত্বের সাফ জবাব, এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

রাজ্যে বিজেপি'র এই উত্থানের পিছনে বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্ব তৃণমূল কংগ্রেসের

পূর্ব বর্ধমান

দিকে আঙুল তুলেছে। কিন্তু, একই দোষে তো দুষ্ট রাজ্য সিপিএমও। আশির দশকের শেষের দিকে কলকাতায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত একটি জনসভায় এই রাজ্যেরই সিপিএম তথা বামফ্রন্ট নেতৃত্ব বিজেপি'র সর্বভারতীয় নেতৃত্বের হাত ধরে রাজীব হঠাও স্লোগান তুলেছিল। সেটা এমন একটা সময় ছিল যখন এই রাজ্যে বিজেপি'র কার্যত কোনও অস্তিত্বই ছিল না। তখন রাজ্যব্যাপী সিপিএমের একচ্ছত্র আধিপত্য বলা চলে। বিরোধী বলতে মাঠেঘাটে একমাত্র হাত চিহ্ন মার্কা কংগ্রেস। সিপিএম তো উঠতে বসতে কংগ্রেসকে জোতদারদের দালাল বলে গাল দিত। তাই সিপিএমের প্রবল প্রতাপে কংগ্রেসীরা কার্যত সিঁটিয়ে থাকতেন। সেই সিপিএমকেই কিনা কংগ্রেসকে হঠাতে এই বাংলায় বিজেপিকে ডেকে আনতে হল। পরবর্তীকালে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য থেকে সিপিএমকে হঠাতে একাধিক নির্বাচনে বিজেপি'র হাত ধরেছিলেন। অবাক কাণ্ড! বাংলায় একটা বহুল প্রচলিত প্রবাদ আছে-খাল কেটে কুমির আনা। বর্তমানে রাজ্যে বিজেপি'র শক্তি বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বিরোধী সিপিএম কিংবা তৃণমূল কংগ্রেস যতই নিজেদের দোষ ঢাকার চেষ্টা করুক না কেন এই প্রবাদের সত্যতাকে তাদের মেনে নিতেই হচ্ছে। সিপিএম নেতৃত্ব তখন অবশ্য একটা অদ্ভুত যুক্তি খাড়া করে রাজ্যের সাধারণ মানুষের সমর্থন আদায় করতে মাঠঘাট দাপিয়ে বেরিয়েছিল। সিপিএম নেতারা বলতেন, কেন্দ্রে কংগ্রেসের জনবিরোধী সরকার।

এরপর পাঁচের পাতায়

দুর্দিনের বন্ধু প্রাক্তন তৃণমূলী অধ্যক্ষ এবার নির্দল প্রার্থী

কুনাল মালিক

২০০৩-২০০৮ সালে ত্রিস্তর নির্বাচনে নামখানা ব্লক থেকে জেলা পরিষদে জিতে ফাল্গুনী মণ্ডল পরিষদের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তখন জেলা পরিষদে সিপিএমের দাপট। তা সত্ত্বেও মাত্র হাতে গোনা তিনজন তৃণমূলী সদস্য নিয়ে ফাল্গুনীবাবু আলিপুরে বিরোধীপক্ষ হিসাবে গঠনমূলক প্রভাব ফেলেছিলেন। সেই দুর্দিনের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত ফাল্গুনী মণ্ডল এবার স্থানীয় তৃণমূল জনপ্রতিনিধিদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নামখানা থেকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে জেলা পরিষদে নমিনেশন করেছেন। এই ৬৯ বছর বয়সে হঠাৎ তিনি তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রার্থী হতে গেলেন কেন?

ফাল্গুনী বাবু জানালেন, ২০০৫ সাল থেকে তিনি বিভিন্ন দফতরে দরবার করেছেন নারায়ণপুরে একটি কৃষি বিপণন কেন্দ্র এবং বহুমুখী হিমঘর নির্মাণের জন্য। সমস্ত কিছু প্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও ও ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেও আমার সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পায়নি। ১৭টি অঞ্চলের কৃষকরা তাদের কৃষিজ ফসলের প্রকৃত মূল্য পাচ্ছে না, তারা হতাশ। তিনি বলেন, ২০১১ সালে হঠাৎই সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা ঘোষণা করেন, আমাকে নাকি দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু কী আমার দোষ আমি এবং নামখানার কর্মী সমর্থকরা জানে না। তৃণমূল সর্বত্র ক্ষমতায় থাকলেও নামখানার প্রকৃত উন্নয়ন হয়নি। স্বজনপোষণ দুর্নীতি ও কাজে স্বচ্ছতার অভাব আছে। তাই এই বয়সে আমি ভোটে দাঁড়ালাম। জেতার ব্যাপারে কতটা আশাবাদী? উত্তরে ফাল্গুনী মণ্ডল জানান, আমি গণদেবতাকে বিশ্বাস করি। জ্ঞানত কোনও অন্যায়, দুর্নীতি করিনি। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার আদর্শ নেত্রী হিসাবেই মানি। তাহলে জিতলে কি তৃণমূলে ফিরে যাবেন? উত্তরে তিনি বলেন, না সেটা সম্ভব হবে না, কারণ এখন সব দলের মানুষরাই আমাকে সমর্থন করছেন। তাই নির্দল হিসাবেই থাকব।

ফাল্গুনী মণ্ডল

ফাল্গুনী মণ্ডলের প্রতিপক্ষ হচ্ছেন তৃণমূলের শ্রীমন্ত মালি, (নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি), বিজেপির প্রার্থী কার্তিক মান্না, সিপিএমের বসন্ত বর্মন আর এসইউসিআইয়ের রাম ভুঁইয়া। ফাল্গুনী মণ্ডলের নির্দল হিসাবে প্রার্থী হওয়া প্রসঙ্গ শ্রীমন্ত মালি বলেন, ফাল্গুনীদা অভিমানে এসব করেছেন। ওনার কৃষি বিপণন কেন্দ্র নিয়ে একটা স্বপ্ন আছে, ওটা হয়ে যাবে। আমি ব্লকে সভাপতি পরমেশ্বর মণ্ডলের সঙ্গে কথা বলেছি। উনি মনোনয়ন নিশ্চয় প্রত্যাহার করে নেবেন।

ফাল্গুনী মণ্ডল বলেন, আমি দীর্ঘ ৯ বছর তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ছিলাম। দুর্দিনে জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ ছিলাম। আমার চাওয়ার পাওয়ার কিছুই নেই। মনোনয়ন প্রত্যাহারের কোনও প্রশ্নই নেই।

চট্টা প্রমাণ করল রাজনীতি নয় কাজই বড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজনীতি নয়, মানুষের জন্য কাজই যে পঞ্চায়েতের মূল চালিকা শক্তি তাই বুঝিয়ে দিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলার চট্টা গ্রামপঞ্চায়েত। রাজ্যে যখন তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নের হাওয়া বইছে তখন বিরোধী সিপিএম পঞ্চায়েতও যে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে চট্টা তারই নিদর্শন। সিপিএম প্রধান হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে মানুষের কাজে সিদ্ধহস্ত তা প্রমাণ করল বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাফল্যে তালিকায় প্রথম স্থান দখল। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার তাঁর বিরুদ্ধে শাসক দলের অনাস্থা প্রস্তাব আসলেও তাঁকে কাবু করা যায়নি। রাজনৈতিক

টানাপোড়েন উপেক্ষা করে চালিয়ে গিয়েছেন মানুষের কাজ। আজ পুরস্কার তারই স্বীকৃতি।

বিশ্বব্যাঙ্কের বিচারে রাজ্যের মধ্যে প্রথম পুরস্কার পেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঠাকুরপুকুর মহেশতলা ব্লকের অন্তর্গত চট্টা গ্রাম পঞ্চায়েত। পারফরম্যান্স গ্র্যান্ট হিসাবে ওই পঞ্চায়েত পাবে ৫৮.৭২ লক্ষ টাকা। ওই টাকায় পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ হবে। ১০টি বিষয় নিয়ে বিশ্ব ব্যাঙ্ক রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলির কাজের ওপর সমীক্ষা করেছিল। তার ভিত্তিতে রাজ্যে ২১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে মোট ৪২৫.৯৮ কোটি টাকা অনুদান দিচ্ছে বিশ্বব্যাঙ্ক।

চট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সেখ মুজাফফর হোসেন এই সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত খুশি। তিনি প্রতিবেদককে জানালেন, তাঁর পঞ্চায়েত এলাকায় মূল সমস্যা ছিল রাস্তা-ঘাট ও পানীয় জলের। ধীরে ধীরে তিনি সেই সমস্যা সমাধান করেন। প্রসঙ্গত ২৬ আসন বিশিষ্ট চট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতে গত নির্বাচনে সিপিএম পেয়েছিল ১৪ এবং তৃণমূল পেয়েছিল ১২টি আসন। সিপিএমের হাতেই ছিল পঞ্চায়েতের রাশ। আড়াই বছর পর সিপিএমের প্রধান মকবুল জমাদার দায়িত্ব ছেড়ে দিলে সিপিএম থেকে নির্বাচিত মুজাফফর বাবু প্রধান হন।

এরপর পাঁচের পাতায়

শুভ নববর্ষ ১৪২৫
শুভেচ্ছা
সকল পাঠক পাঠিকা বিক্রেতা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে আলিপুর বার্তা-র পক্ষ থেকে নববর্ষের, শুভেচ্ছা ও শুভকামনা।

কারেকশন পরবর্তী অধ্যায়ে ডানা মেলছে নতুন ধারার কিছু সেক্টর

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

কারেকশন পরবর্তী বাজারে আগের নামিদামি শেয়ার যে চলবে তা কিন্তু মোটেই নয়। যেহেতু অর্থবাজার চমক দিতে বড্ড ভালোবাসে সেজন্য প্রায়শই দেখা যায় নতুন হিরো এসে সেখানে ভাগ জমিয়েছে। কিছুদিন আগেও ফার্মা, অটো ও প্রাইভেট ব্যাঙ্ক ছিল সাধারণ লগ্নিকারীর মাই ডিয়ার চয়েজ। অথচ বেশ কিছুদিন ধরেই সেই সেক্টর কেমন যেন থমকে গিয়েছে। সেই জায়গায় এখন চলতে দেখা যাচ্ছে আইটি বা তথ্যপ্রযুক্তি সেক্টরকে। বস্তুত গত ৩ মাসের মন্দার বাজারে একমাত্র তথ্য প্রযুক্তিকেই দেখা যাচ্ছে মাথা উচু করে চলতে। এর সঙ্গে আরও একটা জিনিস বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মধ্যবিত্তের বড় প্রিয় মিড ক্যাপ স্টকও সংশোধন পরবর্তী অধ্যায়ে কেমন যেন বেচাল দেখাচ্ছে। এটাই হল শেয়ার বাজারের চিরাচরিত ধর্ম। একটা প্রবণতা গড়ে ওঠার অ্যবহিত আগে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করা।

ক্ষণে ক্ষণে নিজের রং পালটে ফেলে শেয়ার বাজার। যথারীতি এর ব্যতিক্রম নয় ভারতের অর্থবাজারও। কখনও অস্থিরতায় ভরপুর দাপাদাপি, আবার কখনও কনসোলিডেশনের নীরব স্তব্ধতা। সে কিছুতেই বুঝতে দেবে না কোন দিকে এগোচ্ছে সে। বাজারের অভিমুখ উর্দ্ধমুখী না নিম্নমুখী তা মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশন দেখে বোঝা যায় না। তাই অনেক রথী মহারথী মানে যাদের অন্ততপক্ষে শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে হস্তি বলে বিবেচনা করা হয় তারাও বেমালুম বোকা হয়ে যায় এর অদ্ভুত আচরণে। এই খামখেয়ালিপনার জন্য শেয়ার বাজার বিশেষ পরিচিত। এই ধরুন আপনার বা ধরুন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো, তার মানে এখানকার সূচকের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এমনটাই ভাববেন আপনি। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে সারা বিশ্ব বাজার থেকে আসা খারাপ সংবাদ একে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে। আবার যখন বিদেশের অবস্থা খুব চমৎকার তখন গিয়ে দেখা গেল দেশ থেকে আসা খারাপ খবরের জেরে ভারতের বাজার একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। সুতরাং আবহাওয়ার মতো যদি আপনি ভাবেন শেয়ার বাজার সম্পর্কে আগাম আভাস দেওয়া যায় তা হলে আপনি বা আপনারা খুব ভুল করছেন। এখানে খানিকটা ভাগ্যের ভূমিকাও রয়েছে। ওই ব্যাপারটা হল লাগলে তুক আর না লাগলে তাক। এর ওপর ভর করে হয়তো কেউ কেউ মুরুব্বিয়ানা মেরে থাকেন শেয়ার বাজারে।

এখানে প্রকৃত গুরু বেছে নেওয়াটাও অত্যন্ত কঠিন কাজ। শেয়ার বাছাই করা যেমন অত্যন্ত কঠিন। তার চেয়েও কঠিন ভালো উপদেষ্টা বা পরামর্শদাতা (অবশ্যই পেশাদার) পাওয়া। অনেকটা খড়ের গাঁদায় সূচ খোঁজার মতো ব্যাপার। তাও ভালো গুরু যাঁদের ভাগ্যে জুটেছে তাঁদের হালচাল পালটে গিয়েছে অর্থ বাজারের প্রেক্ষাপটে। এখন টিভি খুললে বা প্রিন্ট মিডিয়ার অর্থনীতির পাতায় চোখ বোলালে চোখে পড়বে অসংখ্য শেয়ার বিশেষজ্ঞের নাম।

যথারীতি তাঁদের নানারকম পরামর্শও থাকে এসব জায়গায়। ঘটনা হল এই সব ভবিষ্যতবাণী থেকে আদৌ কেউ উপকৃত হন না। বরং বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে দেখলে এই বাজারে খুঁজেপেতে বের করা যায় এমন কিছু নাম যাঁদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যায় উপকৃত হয়েছেন বহু বিনিয়োগকারী। এমনকী এঁদের দ্বারস্থ হতে দেখা যায় দেশি–বিদেশি বহু লগ্নিকারী ফান্ডকেও। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন।

ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়।

তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগড়ুম বাগড়ুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো।

রাজ্যের জুডিশিয়াল সার্ভিসে চাকরি

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ জুডিশিয়াল সার্ভিসে ২৫ জন সিভিল জজ নেবে রাজ্য সরকার। নিয়োগ করা হবে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিস এক্সামিনেশন, ২০১৮' পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 10/2018.

সম্ভাব্য শূন্যপদ : ২৫টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এ ২, ওবিসি–বি ২, শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : আইনের ডিগ্রি। সঙ্গে দেশের যে কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বার কাউন্সিলে অ্যাডভোকেট হিসেবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলা লিখতে, পড়তে ও বলতে জানতে হবে (নেপালিভাষীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।

বয়স : ১৪–৪–২০১৮ তারিখে ২৩ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ ১৫–৪–১৯৮৩–এর আগে এবং ১৪–৪–১৯৯৫–এর পরে হলে চলবে না। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত এবং অন্তত ২ বছর ধরে সরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত প্রার্থীরা ২ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ২৭,৭০০–৪৪,৭৭০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রিলিমিনারি ও ফাইনাল পরীক্ষা এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি ও ফাইনাল পরীক্ষার সম্ভাব্য সময় যথাক্রমে জুন ও জুলাই। প্রিলিমিনারি পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা (কোড–০১) এবং দার্জিলিং (কোড–০২)। দার্জিলিং সদর, মিরিক, কার্শিয়াং এবং কালিম্পং— এই তিন পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীরাই শুধু দার্জিলিং কেন্দ্রে পরীক্ষায় বসতে পারবেন। ফাইনাল পরীক্ষা কলকাতায়।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscwbapplication.in অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৭ মে।

প্রথমে অনলাইনে 'ওয়ান টাইব রেজিস্ট্রেশন' করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করতে বসার আগে প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের ফটো এবং সই স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবেন। এগুলি ব্যবহার করে 'লগ ইন টু ইয়োর অ্যাকাউন্ট' লিঙ্কের মাধ্যমে দরখাস্ত করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থাটি এককালীন। যারা আগেই পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাঁদের আর নতুন করে রেজিস্ট্রেশন দরকার নেই। পুরনো ইউজার আইডিও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ২১০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি দিতে হবে না। অনলাইন এবং অফলাইন উভয় ব্যবস্থাতেই ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইন ব্যবস্তায় ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি দেওয়া যাবে। সব ক্ষেত্রেই সার্ভিস চার্জ বাবদ কিছু অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে। অফলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে ব্যাঙ্ক চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ লাগবে অতিরিক্ত ২০ টাকা। অনলাইন দরখাস্ত এবং ফি জমা করার শেষ তারিখ ৭ মে (মধ্যরাত্রি ১২টা পর্যন্ত)। অফলাইনে ফি জমা করার শেষ তারিখ ৮ মে। তবে এক্ষেত্রে ৭ মে–র মধ্যে সিস্টেম জেনারেটেড চালানের প্রিন্ট নিয়ে থাকতে হবে। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না, নিজের কাছে রাখবেন।

পরীক্ষার সিলেবাস এবং খুঁটিনাটি জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট : https://pscwbonline.gov.in এছাড়াও তথ্যের জন্য ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : (০৩৩)২৪১৯ ৮১৮৭/৭৭১৫ (যে–কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা)।

রাজ্য পুলিশে ১৫২৭ সাব–ইনস্পেক্টর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাব ইনস্পেক্টর এবং মহিলা সাব ইনস্পেক্টর পদে ১,৫২৭ জনকে নেবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। নিয়োগ করা হবে আন–আর্মড ও আর্মড ব্রাঞ্চে। মহিলারা কেবল আন–আর্মড ব্রাঞ্চের জন্য আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। ২ বছরের প্রবেশন। উল্লেখ্য, গত ৩০ মার্চ সংখ্যায় 'পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে ৬১০০ কনস্টেবল ও সাব–ইনস্পেক্টর' শীর্ষক সংবাদে আগ্রহী প্রার্থীদের অবগতির জন্য এই নিয়োগের খবর আগাম জানানো হয়েছিল। ইতিমধ্যে সাব–ইনস্পেক্টরের শূন্যপদের সংখ্যা ৮০০ থেকে বেড়ে হয়েছে ১,৫২৭টি।

শূন্যপদের বিন্যাস : আন–আর্মড ব্রাঞ্চ : মোট ১,১৯৪টি। পুরুষ : ১০৪৪টি (সাধারণ ৫৭৪, তফসিলি জাতি ২২৬, তফসিলি উপজাতি ৬০, ওবিসি–এ ১১০, ওবিসি–বি ৭৪), মহিলা : ১৫০টি (সাধারণ ৮৩, তফসিলি জাতি ৩৩, তফসিলি উপজাতি ৯, ওবিসি–এ ১৪, ওবিসি–বি ১১)। আর্মড ব্রাঞ্চ : পুরুষ : ৩৩৩টি (সাধারণ ১৬৭, তফসিলি ৯১, তফসিলি উপজাতি ১৯, ওবিসি–এ ৩০, ওবিসি–বি ২৬)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক। প্রার্থীকে বাংলা বলতে, পড়তে ও লিখতে জানতে হবে (দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার বিভিন্ন সাব–ডিভিশনের স্থায়ী বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।

দৈহিক মাপজোক : আন–আর্মড ব্রাঞ্চ : উচ্চতা : পুরুষদের ক্ষেত্রে অন্তত ১৬৭ সেমি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি)। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৯ সেমি ও ৮৪ সেমি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৬ সেমি ও ৮১ সেমি)। ওজন অন্তত ৫৬ কেজি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৫২ কেজি)। মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬০ সেমি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ১৫৫ সেমি)। ওজন অন্তত ৪৮ কেজি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৪৫ কেজি)। আমর্ড ব্রাঞ্চ : উচ্চতা ১৭৩ সেমি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৬৩ সেমি)। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮৬ সেমি ও ৯১ সেমি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৮১ সেমি ও ৮৬ সেমি)। ওজন অন্তত ৬০ কেজি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে অন্তত ৫৪ কেজি)।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ এবং ওবিসিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৯০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা, দৈহিক মাপজোক যাচাই, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, ফাইনাল কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ পরীক্ষা এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে। সবশেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন। মনে রাখবেন, প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুধু একটি স্ক্রিনিং টেস্ট। এতে পাওয়া নম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য গণ্য হবে না। ফাইনাল পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি হবে।

প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস ধরনের ১০০টি প্রশ্ন হবে জেনারেল স্টাডিজ (১০০ নম্বর), লজিক্যাল অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং (৫০ নম্বর) এবং অ্যারিথমেটিক (৫০ নম্বর) বিষয়ে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ২। পরীক্ষার সময়সীমা ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। দৈহিক মাপজোক যাচাইয়ের পর দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৩ মিনিটে ৮০০ মিটার (মহিলাদের ক্ষেত্রে ২ মিনিটে ৪০০ মিটার) দৌড়।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা ফাইনাল লিখিত পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন। ২০০ নম্বরের ফাইনাল পরীক্ষা নেওয়া হবে তিনটি পত্রে। পেপার–ওয়ানে প্রশ্ন হবে জেনারেল স্টাডিজ (৫০ নম্বর), লজিক্যাল অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং (২৫ নম্বর) এবং অ্যারিথমেটিক (২৫ নম্বর) বিষয়ে। সময়সীমা ২ ঘন্টা।

পেপার–টুতে থাকবে ইংরেজিতে ড্রাফটিং অব রিপোর্ট, প্রেসি রাইটিং, ইংরেজি ব্যাকরণ, বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালি থেকে ইংরেজিতে ট্রানস্লেশন। মোট নম্বর ৫০। সময়সীমা ১ ঘন্টা। পেপার থ্রিতে (৫০ নম্বর) নেওয়া হবে বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালির মধ্যে যে–কোনও একটি ভাষার পরীক্ষা। থাকবে রিপোর্ট লেখা এবং ইংরেজি থেকে বাংলা বা নেপালি অথবা হিন্দি বা উর্দু থেকে বাংলা ভাষায় ট্রানস্লেশন। সময়সীমা ১ ঘন্টা।

লিখিত ফাইনাল পরীক্ষায় মেধাতালিকা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীদের ডাকা হবে পার্সোন্যালিটি টেস্টের (৩০ নম্বর) জন্য। সবশেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন।

আবেদন করা যাবে অনলাইন অফলাইন উভয় পদ্ধতিতেই। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.policewb.gov.in অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৫ মে। প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় জেপিজি ফম্যাটে স্ক্যান করা প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট (৪.৫×৩.৫ সেমি) মাপের ফটো (অবশ্যই সাদা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড হতে হবে, ১০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং ১.৭×৯.২ সেমি মাপের সই (৫ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। দরখাস্তের ওপর অ্যাপ্লিকেশন সিরিয়াল নম্বর আছে কিনা দেখে নেবেন। দরখাস্তের বয়ান পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

এছাড়াও পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড স্বীকৃত সহজ মিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২৩ টাকার বিনিময়ে অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ২৭০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কেবল প্রসেসিং ফি বাবদ ২০ টাকা)। অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিং বা ই–ওয়ালেটের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ দিতে হবে অতিরিক্ত ৫ টাকা। ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া যাবে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমেও। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ লাগবে। চালান ডাউনলোড করার ২টি কাজের দিনের পর ফি জমা দিতে হবে ইউবিআই–এর যে কোনও ব্রাঞ্চে। ফি জমা দেওয়ার পর ওয়েবসাইটে পুনরায় লগ ইন করে ফি জমা সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে দরখাস্ত সাবমিট করবেন এবং সাবমিট করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে। ফি জমা দেওয়ার পর চালানের তথ্য সহ অনলাইন আবেদনপত্র পূরণ করে সাবমিটের শেষ তারিখ ১০ মে।

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া যাবে ই–পেমেন্ট সুবিধাযুক্ত যে কোনও পোস্ট অফিসে, ইন্ডিয়া পোস্ট চালানের মাধ্যমে। ফি দিতে হবে 'West Bengal Police Recruitment Board'–এর অনুকূলে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ১০ টাকা দিতে হবে। ফি জমা দিয়ে পাওয়া রিসিপ্ট দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন। এছাড়াও ডাউনলোড করে নেবেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। চালান ডাউনলোড করার ২টি কাজের দিনের পর ফি জমা দেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ফি জমা দিয়ে পাওয়া চালানের রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের অংশটি দরখাস্তে সেঁটে দেবেন।

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়ার নথি–সহ পূরণ করা দরখাস্ত ৩২×২২ সেমি মাপের খামে ভরে পাঠিয়ে দেবেন এই ঠিকানায় : Chairman, West Bengal Police Recruitment Board, Araksha Bhaban, 5th Floor, Block–DJ, Sector–II, Salt Lake Cith, Kolkata–700 091. খামের ওপর 'NAME OF THE RECRUITMENT, NAME OF THE POST, APPLICATION SERIAL NO.' লিখে দেবেন। দরখাস্ত পৌঁছনোর শেষ তারিখ ৫ মে।

অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.policewb.gov.in

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যে–কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে (শনিবার দুপুর ২টোর মধ্যে) যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : ৭০৪৪১০৮৬৮৯/৭০৪৪১০৯৩৪৬। অথবা ই–মেল করতে পারেন এই ঠিকানায় : wbprbonline@applythrunet.co.in

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২১ এপ্রিল – ২৭ এপ্রিল, ২০১৮

মেষ : ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতারযোগ রয়েছে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি যোগ রয়েছে। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ।

বৃষ : বন্ধুরা আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে। কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে কোনও দায়িত্বের মধ্যে যাবেন না। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে যশ পাবেন।

মিথুন : ভাই বোনদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় অগ্রগতির যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ থাকলেও ক্ষতি হবে না। আয় ভালই হবে। বন্ধুর দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি।

কর্কট : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সপ্তাহের শেষে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় থাকবে।

সিংহ : আপনার দৃঢ়তার জন্য সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। মনের মত মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে।

কন্যা : যতই ঝামেলা ঝঞ্ঝাট, বাধা–বিপত্তি আসুক না কেন আপনি অবশ্যই জয় লাভ করতে সমর্থ হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রসর না হওয়াই ভাল। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় শুভ হবে।

তুলা : স্নেহ প্রীতির যোগ রয়েছে কিন্তু সতর্কে চলতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ভাগ্যের উন্নতির যোগ থাকলেও বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন।

বৃশ্চিক : বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফলভাল হবে। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। যোগাযোগমূলক কাজে সাফল্য পাবেন। সতর্কে চলবেন।

ধনু : বন্ধু–বান্ধব থেকে সতর্ক থাকবেন। মনের কতা কাউকে না জানানোই ভাল, বাধার মধ্য দিয়ে আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। নাড়ীঘটিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। ভাগ্যের উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : মানসিকতার দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বেন। দায়িত্বমূলক কাজে বাধা। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়ায় ও সংক্রামক পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হবে।

কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসবে। তথাপি আপনি অর্থনৈতিক উন্নতিতে সক্ষম হবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল করবেন। লেখাপড়ায় মনের আশাপ্রদ ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। দূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

মীন : শরীর ভাল যাবে না। বায়ু সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে বাধার মধ্য দিয়ে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ রয়েছে। আয়ের ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পাবেন। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকবেন।

শব্দবার্তা ৭৫

১	■	২		৩	■	৪	৫
৬	৭		■	৮	৯	■	
■		■	■	■	১০		
১১		১২	■	১৩		■	
	■	১৪		■	১৫	১৬	
১৭			■	■	■		■
	■	১৮	১৯	■	২০		২১
২২		■	২৩			■	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। গ্রিনিচের মূল মধ্যরেখা থেকে কোনও নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যরেখার কৌণিক দূরত্ব ৪। মানসিক অবস্থা ৬। সম্মানসূচক উপাধি ৮। উপপতি ১০। বিজলি, সৌদামিনী ১১। ভাগ্য ১৩। খাজনা করা জমি ১৪। আনন্দের যোগ্য ১৫। মানুষ ১৭। মধুর স্বরে ডাকা ১৮। পরাজিত ২০। বহু, অনেক ২২। কৌতুক ২৩। রামানন্দের শিষ্য ও বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধুপুররুষ।

উপর–নীচ

১। এক জলাশয় ২। গলন, দ্রবণ ৩। দেহের মধ্যভাগ ৫। হোলি বা দোলের আগের দিন আগুন জ্বেলে আমোদপ্রমোদ ৭। জলপাত্র বিশেষ ৯। '— দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ঐ' ১১। শ্রীকৃষ্ণ ১২। বনের সারি ১৬। ফল, পরিণাম ১৯। পর্যন্ত, অবধি ২০। মালা ২১। দৈনিক মজুরি।

সমাধান : শব্দবার্তা ৭৪

পাশাপাশি : ১। প্রবক্তা ৩। কুদরত ৬। নাস্তানাবুদ ৮। রসনা ১০। খাতির ১৩। মধ্যপ্রদেশ ১৪। দশানন ১৫। শরৎ।

উপর–নীচ : ২। বন্দনাগীতি ৪। দরদর ৫। তলবানা ৭। নানা ৯। সর্বশরীর ১০। খানেজাদ ১১। রমজান ১২। বিপ্র।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা নার্সিংহোমে

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : এক মহিলা রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তীতে। মৃতার নাম মরুনী বিবি(১৯)। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার চড়াবিদ্যা মিশন বাজার এলাকায়। ভুল চিকিৎসার জন্য গর্ভবতী ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে স্থানীয় এক নার্সিংহোমে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় ক্ষিপ্ত জনতা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালে বাসন্তী থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে চড়াবিদ্যা মিশন বাজারের মা মানোয়ারা নার্সিংহোমে ভর্তি হন মরুনী বিবি। সেখানে নার্সিংহোমের চিকিৎসকরা জানান সিজার ছাড়া সন্তান প্রসব সম্ভব নয়। সেজন্য প্রায় আট হাজার টাকা লাগবে। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের কথা অনুযায়ী সেই টাকা দিতে রাজিও হন পরিবারের লোকেরা। কথা মতো বুধবার সকালে অপারেশনের কাজ শুরু করেন ওই নার্সিং হোমের চিকিৎসক। কিন্তু অপারেশন শুরুর কিছুক্ষণ বাদেই নার্সিংহোমের তরফ থেকে জানানো হয় রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক তাকে অন্যত্র স্থানান্তর করতে হবে। অজ্ঞান অবস্থায় রোগীকে অন্যত্র চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জানান, অনেকক্ষণ আগেই মৃত্যু হয়েছে ওই মহিলার। এই খবরে উত্তেজিত হয়ে প।নে মরুনীর পরিবারের সদস্যরা। তারা নার্সিংহোমে ফিরে গিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় ওই অভিযুক্ত নার্সিংহোমে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছ।লে বাসন্তী থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। তবে ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত নার্সিংহোমের চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মীরা। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত ও শুরু করেছে বাসন্তী থানার

কাঠুয়া কাণ্ডের প্রতিবাদ কাটোয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া: কাঠুয়া ও উন্নাও কাণ্ডের প্রতিবাদে সোচ্চার হল কাটোয়া। নববর্ষের প্রথম বিকেলটায় শিশু ও কিশোর–কিশোরীদের সম্মিলিত আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠেছিল পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া শহরের একাংশের পথচলতি অসংখ্য মানুষজন। এদিন প্রগতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে শহরের সার্কাস ময়দান থেকে কাছারি রোড এলাকাজুড়ে মিছিল করে মোমবাতি জ্বালিয়ে কাঠুয়া ও উন্নাও কাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দেশজুড়ে শিশুদের উপর যৌন নিগ্রহের ঘটনা বেড়ে চলেছে। এমনকী, ধর্ষণের পর শিশুদের নৃশংসভাবে খুন করা হচ্ছে। সম্প্রতি, জম্মু কাশ্মীরের কাঠুয়ায় একটি শিশুকে গণধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের উন্নাও এলাকায় এক শিশুও পৈশাচিক ধর্ষণের শিকার। এধরনের ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এদিন কাটোয়াতেও মিছিল হয়েছে।

বিজেপিকে মার তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গোসাবা বিধানসভার, রাঙাবেলিয়ার রানীপুরে নমিনেশন পত্র প্রত্যাহার করানোর জন্য তৃণমূল এর সশস্ত্র দুষ্কৃতী বাহিনী দফায় দফায় স্থানীয় বিজেপি প্রার্থী এবং কার্যকর্তাদের উপর চড়াও হয়,ও মারাত্মক ভাবে লোহার রড, বাঁশের খাদি, লাঠি দিয়ে আক্রমণ শানায়,এই ঘটনায় পা ভেঙে দেওয়া হয় –শুভঙ্কর মন্ডলের এবং সঞ্জয় মন্ডলের বুকে লোহার রড দিয়ে পেটানো হয়, এনারা দুজনই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছেন। এছাড়াও দীপঙ্কর মান্নার মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে ৭ টি সেলাই, বিপ্লবের মাথায় ৮টি সেলাই ও প্রবোধ মন্ডলের মাথায় ৪ টি সেলাই পরে। এর সকলেই গোসাবা ব্লক সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এছাড়া সৌরভ মিস্ত্রী ,নিরাপদ মিস্ত্রী, বীরেন্দ্র নাথ মিস্ত্রী, কণিকা মিস্ত্রী মারাত্মক শারীরিক জখম নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি। জেলার সাধারণ সম্পাদকদ্বয় প্রতিশ্রুতি দেবনাথ ও নারায়ণ মল্লিক, সকল আক্রান্তদের দেখতে গোসাবা হাসপাতালে পৌঁছান । এই ঘটনা নিয়ে মন্ডল সভাপতি সৌমেন কামিল্লা ও সুলেখা মিস্ত্রী র সাথে ,জেলার দুই সাধারণ সম্পাদক থানায় এবং ভিডিও তে অভিযোগ জানান। এর পর রাজ্যের সাধারণ সম্পাদিকা দেবশ্রী চৌধুরী ও জেলা সভাপতি ত্রিদিব মন্ডল, জেলার সাধারণ সম্পাদক দ্বয়ের সাথে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আক্রান্তদের সাথে দেখা করেন।

মায়ের ডাকে মিলন মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহেশতলার মানিক মণ্ডলের হাট এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পঞ্চানন ঘোষাল তাঁর মাতৃভক্তির অনন্য নজির

রচনা করলেন গত ২ মার্চ। ৯৩ বছর বয়সী তাঁর মাতা অনিলা দেবীর জন্ম দিন পালন করলেন রীতিমতো আলোকসজ্জায় সজ্জিত করে নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গের উপস্থিতিতে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'মায়ের ডাকে মিলন মেলা'। ৯৩টি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। অনুষ্ঠানের মূল উপপাদ্য ছিল সন্তানের জীবনে মায়ের ভূমিকার বিকল্প নেই। ধন্যবাদ পঞ্চাননবাবুকে।

হুগলি–চুঁচুড়া মেলার উদ্বোধন

রিম্পি ঘোষ: হুগলি : চুঁচুড়া পুরসভা ও ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আরবান লাইভ লিহুড মিশন এর ব্যবস্থপনায় শুরু হয় হুগলি – চুঁচুড়া স্বনির্ভর গোষ্ঠী মেলা – ২০১৮। এই মেলার উদ্বোধন করেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত

মজুমদার। অসিত মজুমদার ছাড়াও এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হুগলি – চুঁচুড়া পুরসভার পুর – প্রধান গৌরীকান্ত মুখার্জী, উপ – পুরপ্রধান অমিত রায় প্রমুখ। এই মেলা এই বছর দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। মেলায় বিভিন্ন ওয়ার্ড মিলিয়ে প্রায় ৫৬ টি স্টল ছিল। মেলা কমিটির পক্ষ থেকে জানা যায়, মেলায় কোন স্টলের কাছ থেকে কোন ভাড়া নেওয়া হয় নি। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রায় ৮২ টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে প্রায় ১,৫০,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়।

হাওড়া–মাজু পরিষেবা পুনরায় চালানোর দাবি

সঞ্জয় চক্রবর্তী

বেহাল পরিবহন ব্যবস্থার উপর সাধারণ মানুষ আঙুল তুলেছে বারবার। অভিযোগও ভুরিভুরি। সরকারি বাস কিম্বা বেসরকারি বাস পরিষেবা সকলের হাল যে বেহাল তা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। কোথাও দ্রুত গতিতে বাস চালানো, কোথাও অতিরিক্ত যাত্রী তোলা, কোথাও বাসের হাল এমন বাসে ওঠার আগে নিত্যযাত্রীদের চিন্তা করতে হয় বাড়ি ফিরবো তো?

আবার সময় মতো বাস না পাওয়ার অভিযোগও কম নেই, আবার কোনও রুটে বাস পরিষেবা দীর্ঘদিন বন্ধ। নিত্যদিনের নিত্য অভিযোগ পরিবহন ব্যবস্থার উপর সাধারণ মানুষের। তবু সব সমস্যার মধ্যেই রুজি রোজকারের টানে ছুটতে হয় সকলকে। হাওড়া থেকে মাজু বাস পরিষেবা দীর্ঘদিন বন্ধ, এমন ট্রেকার–অটো, ভুটভুটিই ভরসা ওই রুটের নিত্য যাত্রীদের। যদিও আমতা–হাওড়া ট্রেনটি মাজু হয়ে যাতায়াত করে সে তো সংখ্যায় খুব কম। হাওড়া–মাজুর মধ্যে পুনরায় বাস পরিষেবা যাতে চালু হয় তার দাবি নিত্যযাত্রীরা দীর্ঘদিনকার আসছে। কিন্তু সে অভিযোগ ভোটের বোকা বাক্সে বন্দি। ভোট আসে ভোট যায় নিত্য যাত্রীদের হাল যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে যায়। প্রশাসন যদি নিত্য যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে এই সমস্যা সমাধান করে তা হলে নিত্য যাত্রীরা নিত্য হয়রানি থেকে মুক্তি পায়। এখন দেখার প্রশাসন কত দ্রুত এ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসে নিত্য যাত্রীদের পাশে দাঁড়ায়।

গঙ্গার গ্রাসে : বাটানগরের নুঙ্গি ঘাট ধীরে ধীরে গ্রাস করে চলেছে গঙ্গা। প্রশাসন নির্বিকার। জৈষ্ঠ্য ও আষাঢ় মাসে গাঙ্গায় বান আসে। তার আগে এ হেন পরিস্থিতি ভাবাচ্ছে এলাকার মানুষকে। ছবি : অররুণ লোধ

মহিলা কর্মীকে কুপ্রস্তাব, গ্রেফতার প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: দীর্ঘদিন ধরে স্কুলের মহিলা সহকর্মীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে প্রধান শিক্ষককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত স্বপন মাইতি

ধৃত শিক্ষক স্বপন মাইতি।

নেতড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি একটি প্রধান শিক্ষককদের একটি সংগঠনের জেলা সম্পাদকও বটে। ধৃত স্বপন মাইতিকে বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার আদালতে পেশ করা হবে। ধৃতের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানির অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের ঘনিষ্ঠরা বিষয়টি চক্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এই ঘটনায় স্কুলে ব্যাপক উত্তেজনা আছে।

নেতড়া হাইস্কুলের এক শিক্ষক ২ বছর আগে মারা যাওয়ার পর ওই শিক্ষকের স্ত্রী ওই স্কুলে করণিক হিসেবে যোগ দেন। ওই মহিলা কুলপি এলাকা থেকে প্রতিদিন আসেন। অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে মহিলা সহকর্মীকে কুপ্রস্তাব দিচ্ছিলেন। নানা অছিলায় স্কুল ছুটির পরও মহিলাকে স্কুলের কাজ দিতেন। একলা পেয়ে আরও বেশি করে উত্তক্ত করতেন প্রধান শিক্ষক। মহিলা সহকর্মী এই বিষয়টি স্কুলের অন্য শিক্ষক শিক্ষিকাকেও জানিয়েছিলেন। তখন থেকে বিষয়টি স্কুলে নিয়মিত চর্চার মধ্যে চলে আসে।

অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দাদেরও অনেকে বিষয়টি জেনে যান। বুধবার বেলাতে স্কুল শুরুর পর এই বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়রা এসে প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে চান। স্কুলে উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ যায় স্কুলে। এদিন দুপুরেই থানায় প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। গ্রেপ্তার হয় প্রধান শিক্ষক। বৃহস্পতিবার আদালতে গোপন জবানবন্দি দেবেন ওই মহিলা করণিক।

প্রেমে পথের কাঁটা সরালো স্ত্রী মধুমিতা

অভিজিত ঘোষ দস্তিদার: সোনারপুরে নোয়াপাড়ায় ট্যাক্সি চালক সমীর মিস্ত্রিকে গুলি করার ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো সোনারপুর থানার পুলিশ। বৃস্পতিবার ভোরে সোনারপুর স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার করা হয় চন্দন মন্ডলকে। ঘটনায় জড়িত ছিল মৃত সমীর মিস্ত্রির স্ত্রী মধুমিতা মিস্ত্রি। তাকেও গ্রেপ্তার করে নোয়াপাড়ার ভাড়া বাড়ি থেকে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর এই চন্দন মন্ডল ৩৩ বছরের যুবক পেশায় খবরের কাগজ বিক্রেতা। সোনারপুর স্টেশনে কাগজ বিক্রি করেন। বিবাহিত চন্দনের অবৈধ সম্পর্ক ছিলো মৃত সমীর মিস্ত্রীর স্ত্রী মধুমিতা মিস্ত্রির সঙ্গে। গত ১৫ মাস ধরে তার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক চালাচ্ছিল চন্দন। পুলিশ মোবাইলের কল লিস্ট ঘেঁটে বার করে যে এই চন্দন গত পনেরো মাসে হাজার বার ফোন করে মধুমিতাকে। শুধু তাই নয়, একটি কল লিস্টে দেখা যায় ১ ঘন্টার উপর কথা বার্তা চালাতো চন্দন। বেশ অনেকদিন ধরে মধুমিতাকে ডিভোর্সের জন্য চাপ দিচ্ছিল। এবং শাসায় নাহলে তোমাকে গুলি করে মারবো। তা নাহলে তোমার স্বামীকে গুলি করে মেরে ফেলবো। যেমন কথা ঠিক তেমন কাজ। সেদিন রাতে কালবৈশাখীর ঝড়, বিদ্যুত ঝলকানির মধ্যেই পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে দরজা খুলে রেখেছিলো মধুমিতা, মুষলধারে

ধৃত চন্দন এবং মধুমিতা

বৃষ্টি হচ্ছিলো দেখে মধুমিতার ছেলে গ্রিলের দরজাটা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু তা সত্বেও মধুমিতা দরজাটা খুলে রাখে। ঠিক অল্পসময়ের মধ্যে চন্দন ঘরে ঢুকে চার হাত দূর থেকে গুলি করে সমীরকে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সমীর। ইতিমধ্যে পালিয়ে যায় চন্দন। মধুমিতা তার মৃত স্বামীর শরীর থেকে রক্ত ঝরছে দেখে একটা কাপড় ঢাকা দেয়। এই গুলির আওয়াজ শুনে বাড়ির মালিক ও প্রতিবেশীরা ছুটে আসলে মধুমিতা বলে বিদ্যুতের ঝলকানি সমীরের গায়ে লেগেছে। এরপর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা বলে গুলিতেই সমীরের মৃত্যু হয়েছে। ততক্ষণে সকলেই জেনে যায় সমীরের মৃত্যুর কথা। বিদ্যুতের ঝলকানি নয় গগুলিতে মৃত্যু হয়েছে তার। চন্দন ভাড়াবাড়িতে বসবাস করতো সোনারপুরের বৈকণ্ঠপুরে। চন্দনের বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো নয়।

সেই কারণে মধুমিতার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পরে চন্দন। বৃস্পতিবার চন্দন ও মধুমিতাকে বারুইপুর আদালতে তোলা হয়। চন্দকে জেরা করে জানতে পারা যায় সে গুলি চালিয়েছিলো এবং স্বীকারও করে। সোনারপুর থানার পুলিশ ৩০২/১২০বি, ২৫/২৭ আর্মস অ্যাক্টে কেস দেয়। মধুমিতার ধারা হয় ১৬৪ সি আর পি সি। পুলিশ আদালতে আবেদন করেছে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের জন্য। আদালত মঞ্জুর করেছে।

শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত মধুমিতার ১৪ দিনের জেল হয়েছে। এবং চন্দনের ৭ দিনের জেল হয়েছে। সবথেকে বিস্ময়কর হল নোয়াপাড়ার বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে যা ছিল সমীরেরই।

নিষেধাজ্ঞাই সার, প্রকাশ্যেই রমরমিয়ে চলছে পাখি বিক্রি

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই প্রকাশ্যে রমরমিয়ে চলছে পাখি বিক্রির কারবার। টিয়া, মুনিয়া, চন্দনা...আরও কত ধরনের পাখি। এই তীব্র দাবদাহের মধ্যে শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই একধরনের কারবারীরা অবাধে এইসব পাখি বিক্রি করে চলেছেন। একাধিক খাঁচায় ঠাসাঠাসি করে পাখিগুলিকে ভরে নিয়ে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁরা।

খাঁচার ভিতরে বিভিন্ন বয়সের পাখি থাকে। কোনওটি পূর্ণ বয়স্ক তো কোনও পাখি সবেমাত্র ডিম ফুটে বেরিয়েছে। আর বয়স ভেদে এর দামও বেশ চড়া। খাঁচায় নামমাত্র কিছু খাবার সহ জল রাখা থাকলেও দাবদাহের মধ্যে এভাবে ঘুরে ঘুরে বিক্রির সময় কিছু পাখি মারাও যায়। সুতরাং সেই লোকসান পুষিয়ে নিতে সদাই তৎপর থাকেন বিক্রেতারা। জানা গেছে, বিভিন্ন এলাকার বনবাদার ঘুরে ঘুরে এই ধরনের কারবারীরা পাখি ধরে থাকেন। টিয়াপাখি বাসা বাঁধে সাধারণত নারকেল গাছে। নারকেল গাছের উপরের অংশে ছোটো ছোটো কোটরেই এদের বাসা। একেকটা কোটরে তিন–চারটি বাচ্চা থাকে। কারবারীদের বড়ো পাখির তুলনায় বাচ্চার দিকে নজর বেশি। কেননা পাখির বাচ্চা তুলনামূলক সহজে পোষ মানতে পারে। যে কারণে ক্রেতাদের কাছে এই বাচ্চার জন্য বেশ চড়া দাম হাঁকতে পারেন বিক্রেতারা।

কিন্তু, এভাবে দিনের পর দিন খাঁচায় বন্দি থাকার কারণে পাখিগুলি বড়ো হলেও তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। ফলে স্বাভাবিক ছন্দে বংশবিস্তারে ব্যাঘাত ঘটায় টিয়া, মুনিয়া, চন্দনা প্রভৃতির সংখ্যা ক্রমশ কমছে। একটা সময় ছিল

যখন সকাল–সন্ধ্যা গ্রামবাংলার গাছগাছালি এধরনের পাখিতে ভরে থাকত। আকাশ বাতাস তাদের কলরবে মুখরিত হত। কিন্তু, এখন তো গ্রামবাংলার গাছগাছালিতে এই সব পাখি কার্যত দেখাই যায় না। এইসব পাখির সংখ্যা ক্রমশ কমে আসার পিছনে কৃষিক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকারক কীটনাশক প্রয়োগের প্রভাব সহ বেশ কয়েকটি কারণ আছে। তাছাড়াও বাচ্চা অবস্থাতেই পাখির পায়ে বেড়ি পরিয়ে গৃহস্থের খাঁচায় বন্দি করার প্রবণতাও দায়ী।

সুরম্য অট্টালিকায় নয়নাভিরাম খাঁচায় ভরে পাখি পোষা মানুষের চিরকালীন শখ। এই একবিংশ শতাব্দীর বুকেও এই শখের কোনও হেরফের ঘটেনি বললেই চলে। আগে শুধুমাত্র টিয়া, চন্দনা, মুনিয়া, কাকাতুয়া প্রভৃতির প্রতি মানুষের আকর্ষণ ছিল।

বর্তমানে পক্ষীপ্রেমীদের তালিকায় ঠাঁই করে নিয়েছে বব্রী, ফিঞ্চ সহ দেশি বিদেশি নানান ধরনের মূল্যবান পাখি। বিশাল খাঁচায় অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে এধরনের পাখি পোষা হয়। এমনকি, ওই খাঁচাতেই এসব পাখির বংশবিস্তারও হচ্ছে। তবে, এভাবে পাখি পোষাটা যথেষ্টই খরচ সাপেক্ষ এবং যা কিনা বেশিরভাগ মানুষেরই ক্ষমতার বাইরে। অতএব, সাধ্যের মধ্যেই শখ পূরণের চেষ্টা! দামি দেশি বিদেশি পাখি পোষা নাইবা হল নিদেনপক্ষে একটা টিয়া কিংবা মুনিয়া তো পোষা যেতেই পারে। আর এই সুযোগটাই নিয়ে চলেছেন পাখির অবৈধ কারবারীরা। এদিকে এভাবে একের পর বিভিন্ন প্রজাতির পাখির বংশ ক্রমশ লুপ্ত হতে থাকায় মাথায় হাত প।ছে পরিবেশপ্রমীদের। ইতিমধ্যেই লুপ্তপ্রায় শকুন নিয়ে জোরদার গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। চড়াই, শালিক, টিয়া, মুনিয়া, টুনটুনি, বুলবুলি, ফিঙে প্রভৃতির সংখ্যাও ক্রমশ কমতে থাকায় চিন্তিত পরিবেশবিদরা। যেকারণে পাখি ধরপাকড়ের ক্ষেত্রে সরকারিভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। কিন্তু, যথাযথ সরকারি নজরদারির অভাবে পাখির অবৈধ কারবার চলছেই সর্বত্র।

বিজেপির ওপর হামলা তৃণমূলের, থানা ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি: তৃণমূল কর্মীদের হাতে বেধড়ক মার খেলেন বিজেপি কর্মীরা। ঘটনায় অন্তত দশ বারোজন গুরুতর জখম হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা থানার রাঙাবেলিয়া গ্রামে। আহতদের মধ্যে পাঁচ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। এই ঘটনার পর তিন চারজন বিজেপি সমর্থককে তুলে নিয়ে যাওয়ার ও অভিযোগ রয়েছে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে। কর্মীদের মারধর ও তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার বিকেলে গোসাবা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এ বিষয়ে গোসাবা থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে। অভিযোগ বুধবার সকালে এলাকায় নির্বাচনী প্রচারের জন্য দলীয় পতাকা লাগানোর কাজ করছিলেন কয়েকজন বিজেপি কর্মী সমর্থক। সেই সময় আচমকা একদল তৃণমূল কর্মী সমর্থক শম্ভু বারুই, রাখাল সরদারদের নেতৃত্বে লাঠি, রড নিয়ে হামলা চালায় বিজেপি কর্মীদের উপর। ঘটনায় দীপঙ্কর মান্না, বিপ্লব সরদার, সত্যব্রত মাইতি, শুভঙ্কর মণ্ডল সহ অন্তত বারোজন বিজেপি কর্মী সমর্থক গুরুতর জখম হন। আহতদের স্থানীয় গোসাবা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে পাঁচ বিজেপি কর্মীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার বিকেলে দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে গোসাবা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোসাবা থানার পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

বিজেপি কর্মীদের মারধর, তৃণমূলের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি

মলয় সুর, হুগলি : গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ দিয়েছে আদালত। বন্ধ রয়েছে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া। কিন্তু তারই মাঝে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারে অস্বীকার করায় বিজেপি প্রার্থীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে সোমবার বিকালে চুঁচুড়ায় বিজেপির কার্যালয়ে এক প্রেসমিট অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিজেপির

প্রশাসনিক সেলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন ।প্রাক্তন আইপিএস পুলিশকর্তা রমেশ কুমার হান্ডা, প্রাক্তন ডিআইজি সুভাষ অধিকারী, প্রাক্তন ডিসি (লালবাজার) দেব কুমার মুখোপাধ্যায়, আইনজীবী ও সহ–সভাপতি সুশান্ত সেনগুপ্ত, জেলার সভাপতি সুবীর নাগ, অধ্যাপক পার্থ শর্মা, শ্রীরামপুর জেলার সভাপতি ভাস্কর ভট্টাচার্য। রমেশ কুমার হান্ডা বলেন, আমি চাকরি জীবনে কংগ্রেস এবং সিপিএম সরকার দেখেছি। এমনকী নকশাল আন্দোলনও দেখেছি। কিন্তু এরকম তৃণমূলের সন্ত্রাস কোনও দিন দেখিনি। সিপিএমের সময় ভোটের দিন গোলমাল হত। কিন্তু মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেওয়া হচ্ছে না এটা কোন ধরনের গণতন্ত্র। চুঁচুড়া জেলার সভাপতি সুবীর নাগ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের হুমকি উপেক্ষা করে যারা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে সেই সমস্ত প্রার্থীদের তা প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। যদিও আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও কাজ হচ্ছে না। এদিন বিজেপির প্রশাসনিক সেলের সদস্যরা হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সুপার ও চন্দননগর কমিশনারেটের কাছে দেখা করে স্মারকলিপি জমা দেন।

মনোনয়ন প্রত্যাহার বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলাপরিষদের ৪২টি আসনের মধ্যে শুধুমাত্র রাজনগর আসনে প্রার্থী দিয়েছিলো বিজেপি। বাকী ৪১টি আসনেই কোনো প্রার্থী দিতে পারে নি বিরোধী দলগুলি। জেলাপরিষদের ৪১টি আসনে প্রার্থী দিতে না পারার জন্য শাসকদলের লাগামহীন সন্ত্রাসকেই দায়ী করেছে বিরোধীরা। মনোনয়নের প্রথম দিন থেকেই রক্তাক্ত ছিলো বীরভূম। রাজনগর থেকে জেলাপরিষদ আসনে বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলো গৃহবধূ চিত্রলেখা রায়। জেলাপরিষদের একটি আসনে ভোট হবে ভেবে প্রস্তুতি নিচ্ছিলো বিজেপি।

কিন্তু তাদের সেই আশায় জল ঢেলে দিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিলো রাজনগর থেকে জেলাপরিষদের বিজেপি প্রার্থী চিত্রলেখা রায়। ১৩ই এপ্রিল বোলপুরে চিত্রলেখা রায়কে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল। বীরভূম জেলাপরিষদের ৪২টি আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতলো তৃণমূলের প্রার্থীরা। বিরোধীশূন্য হয়ে গেলো বীরভূম জেলাপরিষদ। যা রাজ্যের বুকে এক নজির সৃষ্টি করলো – একথা বলাই যায়। সবুজ আবিরে মেতে উঠে জেলার তৃণমূল কর্মীসমর্থকরা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ২১ এপ্রিল– ২৭ এপ্রিল, ২০১৮

উন্নয়নের চেনা পিচ থেকে শাসকের ফোকাস সরাচ্ছে বিরোধীরা

কোনও ক্রিকেটারকে যদি ক্রিকেট নিয়ে যুযুধান প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে ফেলে দেওয়া হয় তাহলেও দেখা যায় সে বা তারা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আসলে এটাই একজন প্রকৃত ক্রীড়াবিদের ধর্ম। আবার ঠিক একই ভাবে একজন ফুটবলারকে ক্রিকেটের ২২ গজে ছেড়ে দেওয়া হলে তার অবস্থা হয় নাস্তানাবুদ। অর্থাৎ যে কোনও কারোর পক্ষেই ট্র্যাক পাল্টানো খুব মুশকিলের ব্যাপার। আপনি পদার্থ বিজ্ঞানের মানুষ, আপনার কাছে রসায়নটা সাবলীল হতে পারে। কিন্তু তা বলে সাহিত্য কি আপনার সামনে বশ মানবে? এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যে ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে তা এই ট্র্যাক চেঞ্জের কথাই জানান দিচ্ছে। কারণ, রাজ্যের শাসক দল এমনিতে যে উন্নয়নের কাজ করেছে গ্রামবাংলা জুড়ে তাতে কোনও বিরোধিতা ছাড়া অনায়াস জয় তাদের প্রত্যাশিত ছিল নির্দ্বিধায়। কিন্তু সেই উন্নয়নের সেই সহজ রাস্তায় না গিয়ে অহেতুক জটিল প্যাঁচ–পয়জারে গিয়ে এভাবেই দিশা হারিয়ে ফেলেছে ঘাসফুল ব্রিগেড। বিরোধীরা জানত, এ রাজ্যে উন্নয়নের স্লোগানে ভোট হলে তাদের আরও একটা পরাজয় ছাড়া গতি নেই। সেজন্যই খুব সম্ভবত, তারা শাসকের মতিটাই ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিল। আর সন্ত্রাস পরবর্তী বাংলায় যে আবহ তৈরি হয়েছে তাতে এটা পরিস্কার, বিরোধীরা তাদের পরিকল্পনায় ১৬আনা সফল। কারণ, এই মুহূর্তে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সর্বত্র যে প্রচার চলছে তা আপাদমস্তক নেতিবাচক চিন্তাধারণার উপর ভর করে আছে। খুন জখম, সন্ত্রাস, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ, সংখ্যালঘু তোষণ ইত্যাদি নানা সাজপোশাকে সজ্জিত বিরোধীদের প্রচারের সাজঘর। অথচ, উন্নয়ন নিয়ে ফোকাস করে যে সমস্ত জেলা তথা পঞ্চায়েতে নির্বাচন হবে সেখানে শাসক দল ড্যাং ড্যাং করে জিতে যাবে এটা দিনের আলোর মতো পরিস্কার। আবার যে সব জায়গায় বিরোধীদের নেতিবাচক প্রচার উন্নয়নের কথাকে সাইডলাইনে ঠেলে দেবে এমন জায়গাগুলিতে নিঃসন্দেহে ভোট বাড়াবে বিরোধীরা। আর একথা অনস্বীকার্য এই মুহূর্তে শাসক যে সব জায়গায় ল্যাজেগোবরে হবে সেখানে কিন্তু মাথাচাড়া দেবে প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি। এখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী বিজেপি মোটের ওপর ২৪–২৫ শতাংশ হারে ভোট পেতে পারে। বলাবাহুল্য, বিজেপি–র এই অধিকাংশ ভোট সংগৃহিত হবে এ রাজ্যের এক সময়ের দাপুটে শাসক দল বামফ্রন্ট তথা সিপিএমের থেকে। সেক্ষেত্রে মার্কসবাদীদের ভোট শতাংশ ১৫–১৬ শতাংশে নেমে আসতে পারে। কংগ্রেস মেরেকেটে ৫ শতাংশ ভোট পেয়ে কার্যত নিশ্চিহ্ন হওয়ার দিকে। আর ৩৫–৩৭ শতাংশ ভোট নিয়ে শাসকের জয়ধ্বজা তুলে ধরবে তৃণমূল। এই সমীক্ষার বাইরেও ১০–১৫ শতাংশ ভোট পড়তে পারে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলীদের ঝুলিতে। ফলে এখনও তৃণমূলের জয়ের সম্ভাবনা প্রবল হলেও বিরোধী বিজেপি যে শাসকের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে তা পরিষ্কার। আর এটা সম্ভব হচ্ছে শুধুমাত্র নেতিবাচক তাস খেলে। কারণ, বিজেপি এই সারমর্ম বুঝেছে উন্নয়নের ইতিবাচক পিচে তৃণমূলকে কোনও মতে খেলতে দেওয়া যাবে না।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

আমরা যে কার্যে বিরক্তি প্রকাশ করি, তাহার কারণ আমরা সকলেই নিজেদের খুব বড় ভাবিয়া থাকি, কিন্তু আন্তরিকতার সহিত কর্মে প্রবৃত্ত হইলেই আমরা নিম্ন অবস্থানির্দিষ্ট অতি ক্ষুদ্র কর্তব্যগুলিরও ঠিক ঠিক সম্পাদনে স্বীয় অক্ষমতা বুঝিতে পারি এবং তাহাতে আমরা নিজেদের সম্বন্ধে যে সকল উচ্চ ধারণা পোষণ করিতাম, তাহা স্বপ্নের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। যখন আমি বালক ছিলাম, তখন আমার মনে অনেক রকম চিন্তা উঠিত কখনো ভাবিতাম, আমি একটা মস্তবড় সম্রাট, কখনো বা নিজেকে অন্যকোনরূপ একটা বড়লোক ভাবিতাম। বোধ হয় তোমরাও বাল্যকালে এরূপ চিন্ত করিয়াছ। কিন্তু এগুলি সবই খেয়ালমাত্র, প্রকৃতিই সর্বদা কঠোরভাবে প্রত্যেকের কর্মানুযায়ী ন্যায়সঙ্গত ফলবিধান করিয়া থাকে তাহারও একচুলও এদিক ওদিক হইবার নয়। সেইজন্য আমরা

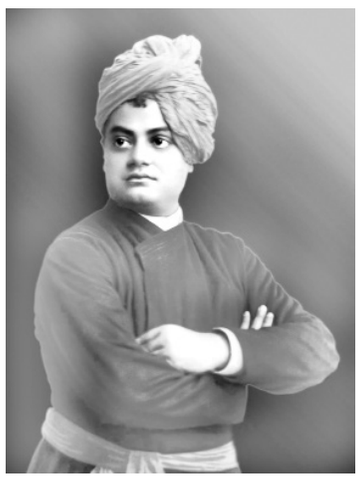

স্বীকার করিতে ইচ্ছুক না হইলেও প্রকৃতপক্ষে আমাদের কমফল অনুসারেই আমাদের কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের অতি নিকটেই যে কর্তব্য রহিয়াছে যাহা আমাদের হাতের গোড়ায় রহিয়াছে তাহা উত্তমরূপে নির্বাহ করিয়াই আমরা ক্রমশঃ শক্তিলাভ করিয়া থাকি। এইরূপে ধীরে ধীরে শক্তি বাড়াইতে বাড়াইতে ক্রমে আমরা এমন অবস্থায় পৌঁছতে পারি, যে সময়ে আমরা সমাজে সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক কর্তব্যপালন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব। এইটি জানিয়া রাখা ভাল, কারণ প্রতিযোগিতা হইতে ঈর্ষার উৎপত্তি হয় এবং উহা হৃদয়ের সৎ ও কোমল ভাবগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে। যে ক্রমাগত সকল বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে, তাহার পক্ষে সকল কর্তব্যই অরুচিকর বলিয়া বোধ হয়। কিছুই তাহাকে কখনো সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না, এবং তাহার জীবনটা বিফলতায় পর্যবসিত হইবে। এস, আমরা কেবল কাজ করিয়া যায়। যে কোন কর্তব্য আসুক না কেন, তাহা যেন আমরা সাগ্রহে করিয়া যাইতে পারি সর্বদাই যেন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত থাকিতে পারি। তবেই আমরা নিশ্চয়ই আলোক দেখিতে পাইব।

ফেসবুক বার্তা

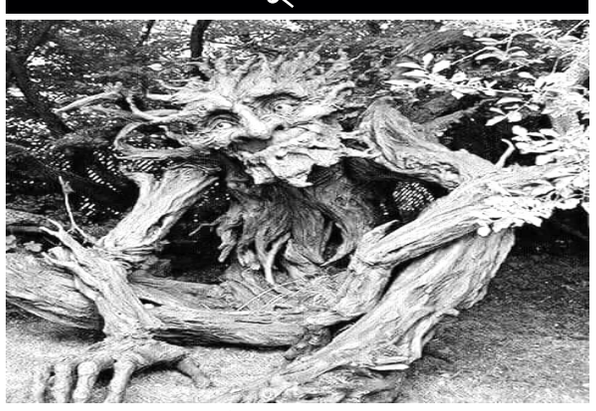

ফেসবুকের অলিন্দে গাছের গুঁড়ির এমনই এক ছবি ধরা পড়েছে যা শেয়ারও হয়েছে প্রচুর। যে এই ছবি তৈরি করেছে তাকে কুর্নিশ, তবে আলিপুর বার্তা সত্যতা যাচাই করেনি।

দল এবং দলনেত্রীর বিশ্বাসযোগ্যতা দ্রুত কমছে

নির্মল গোস্বামী

নরেন্দ্র মোদী যদি একবুক গঙ্গা জলে দাঁড়িয়ে বলেন যে তিনি নীরব মোদীর চলে যাওয়া সম্পর্কে কিছু জানেন না। সেটা যেমন লোকে বিশ্বাস করবে না ঠিক তেমনিভাবে আলিপুর যে দুদিন ভর অবরুদ্ধ হয়ে রইল সে সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছু জানেন না এই কথাটা কিন্তু অধিকাংশ পশ্চিমবঙ্গবাসী আর বিশ্বাস করবে না। কেন বিশ্বাস করবে না সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যাক।

প্রথম কথা আমাদের সকলের জানা যে

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়ে না। ঠিক তেমনি ভাবে দল নেত্রীর নির্দেশ ছাড়া দলের নেতা থেকে সাধারণ কর্মী এমন কি প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের এমন কি মন্ত্রীদেরও কোনও কাজ করার সাহস নেই। একটা প্রসাবখানা কিংবা যাত্রী প্রতীক্ষালয় করতেও মন্ত্রী এম পিদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয়। সেখানে ব্লকে ব্লকে তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা গুণ্ডা লাগিয়ে বিরোধীদের প্রকাশ্য দিবালোকে পিটছে। বোমা, পিস্তল, সোড নিয়ে দাপাদাপি করছে, বজবজ থেকে রায়গঞ্জ সর্বত্র বিডিও অফিসের কাছে তৃণমূলের ভৈরব বাহিনীর ক্যাম্প খুলে পাহারা চলছে কেউ মনোনয়ন জমা দিতে এলেই ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছে। এতো লঙ্কা কাণ্ড হচ্ছে তাতে নেত্রীর অনুমোদন নেই এই কথা বিশ্বাস করবে ,জনগণ কি এমন বোকা?

পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণার আগে মুখ্যমন্ত্রী জেলায় জেলায় প্রশাসনিক বৈঠকে একাধিকবার বলেছেন, পঞ্চায়েতে একশো শতাংশ সিট চাই। এর নিহিত অর্থ কি? পঞ্চায়েতে একশো শতাংশ সিট না পেলে নাকি উন্নয়ন থমকে যাবে। প্রশ্ন হল পঞ্চায়েতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ঘোষিত পরিকল্পনা রূপায়ণ হয়। সেখানে তৃণমূলের পঞ্চায়েত বা বিজেপির পঞ্চায়েত থাকুক তাতে তো উন্নয়ন আটকে থাকার কথা নয়। উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করে সরকার, পঞ্চায়েতে তা কার্যকর হয়। আর বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েতের তখনই প্রয়োজন হয় যখন পুকুর না কেটে পুকুর কাটার টাকা এবং সেই পুকুর বুজিয়ে ফেলার টাকা আত্মসাৎ করা হয়। সব নিজের দলের সদস্য। এখানে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। যা ইচ্ছা তাই করা যায়। একমাত্র চরম দুর্নীতি করার সুবিধা ছাড়া বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েতের কোন প্রয়োজন পড়ে না। আর রাজ্যের মন্ত্রী প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করছেন যে বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত গঠন করলে ৫ কোটি টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এতো কিছুর পর মানুষের কি বুঝতে বাকি থাকে যে বিরোধীদের মনোনয়ন আটকাবার প্রেরণা কোথা থেকে পেয়েছে তৃণমূলের নীচের তলার কর্মীরা?

অতি সাধারণ মানুষ বোঝে যে, যেখানে বিরোধীদের প্রার্থী দেওয়ার ক্ষমতা নেই সেখানে তৃণমূলের বিজয় মিছিল চলাকালীন প্রকাশ্যে প্রধানকে ছুরি মারবে বিরোধীরা এটা কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য? বিরোধীদের ঘাড়ে কটা মাথা? তাদের বাড়ি ঘর স্ত্রী ছেলে মেয়ে কি নেই? আর বিরোধীরা ষড়যন্ত্র করে মারলে নির্জনে গোপনে মারার চেষ্টা করবে। প্রকাশ্য মিছিলে একা একজন গিয়ে ছুরি মারবে– একথা শুনে ঘোড়াও হাসবে কর্তা। অথচ মন্ত্রীরা গলার ফাটিয়ে বোঝাতে চাইছে যে তারা বিরোধীদের দ্বারা আক্রান্ত।

আচ্ছা যে মেয়েটা সাত বছর ধরে মমতার নিরলস উন্নয়নকে দেখতে না পেয়ে জেলা পরিষদে বিজেপি–র প্রার্থী হল, সেই মেয়েটাই তিন দিনের দিন মমতার উন্নয়ন দেখে লজ্জায় মরমে মরে গেল এবং অনুব্রতকে ফোন করে ক্ষমা চেয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করল। তিন চার দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি এমন উন্নয়ন করল যে মেয়েটা দেখে আপ্লুত হয়ে গেল? অবশ্য গ্রামের মানুষদের একযোগে বাইকে করে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র শহরে শান দিতে আসার মিছিলটা নিশ্চয় দেখে থাকবে, এবং তাতেই যে তিনি উন্নয়নের অর্থ বুঝে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন সেটা জনগণ কিন্তু বুঝেছে।

দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী জনে জনে তাঁর কর্মীরা কে কখন কি করছে তার সব খবর রাখেন। আরাবুল কাণ্ডে এলাকায় কে কাকে ঢুকতে দিচ্ছে না তা খবর রাখেন। এলাকায় কার সঙ্গে কার দ্বন্দ্ব তার খবর রাখেন। শত ব্যস্ততার মধ্যেও কোন কর্মীর মাথায় অক্সিজেন কম ঢোকে এবং তার জন্য সে উল্টো পাল্টা বলে ফেলে তা জানে। মেয়র যে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন সেই রসাল খবরও তার অজানা থাকে না। সেই তিনি তাঁর বসত বাড়ি থেকে দু পাউড়ি দূরে আলিপুরে কী ঘটবে তা না জানলেও কী ঘটে চলেছে তা জানবেন না এটা কি বিশ্বাস করতে হবে? তার আগের দিন ব্লকে ব্লকে বিরোধীদের মনোনয়ন জমা দেওয়া হয় নি। তাই নিয়ে হৈচৈ কম হয়নি। তারপর দিন ঘোষণা হল গ্রামের প্রার্থীরা এসডিও অফিসে মনোনয়ন জমা দিতে পারবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনের প্রধান। তাঁর রাজ্যে গণ্ডগোল হচ্ছে। মনোনয়নকে কেন্দ্র করে। তাই আজ আলিপুরে কেমন বাধাহীন ভাবে মনোনয়ন জমা পড়ছে তা জানার কৌতুহল হল না কেন? যদি তিনি জানতে চান এবং তাঁর প্রশাসনিক কর্তারা তাঁর কাছে মিথ্যা রিপোর্ট দেয় তাহলে সেই অফিসারদের শাস্তি হল না কেন? শুধু দলের গুন্ডারা নয় সমগ্র প্রশাসন এর সঙ্গে জড়িত ছিল। ডিএমএসপি–র নাকের ডগায় অবরোধ হল। চেকিং না করে মাছি গলার উপায় নেই। কলকাতার বুকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পাশে এ জিনিস চলতে দিল প্রশাসন, তা কি মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে?

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম গ্রামে গঞ্জে যে নির্বাচনী সাংস্কৃতি চালু করেছিল, বঙ্গবাসী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে সেই অপসংস্কৃতির বেড়াজাল থেকে বের হতে চেয়েছিল। বামফ্রন্টের অবসানে বাংলায় ভারতের অন্য সব প্রদেশের মতো কলঙ্কমুক্ত নির্বাচন হবে এটাই আপামর জনগণ চেয়েছিল। কিন্তু সেখানেই বেশি আশাহত হতে হচ্ছে। বাম আমলে প্রত্যন্ত গ্রামে গঞ্জে প্রচারের আড়ালে যে সন্ত্রাস সংঘটিত হত তা আজ শহর কলকাতায় আলিপুরের মতো জায়গায় হচ্ছে। এটাই আতঙ্কের কারণ। সুদূর নন্দীগ্রামের ঘটনার লাইভ টেলিকাস্ট হয় অত্যাচারী ফ্যাসিস্ত সরকারের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করেও। আর কলকাতার বুকের খবর দেখানোর সাহস মিডিয়ার হল না– কতটা ভীত তারা সেটাই ভাববার। আবার উল্টে মিডিয়ার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে তৃণমূল নেতারা।

একটা সরকার যখন জনপ্রিয়তা হারায়, তখন বিরোধীদের হারাতে ভোটে নানা রকম অসৎ উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রীর নেতৃত্বে মা, মাটি, মানুষের যে সরকার চলছে তাদের উন্নয়নে সর্বস্তরের মানুষ আজ উপকৃত। যে কোনও নির্বাচন তারা তুড়ি মেরে জনগণের সমর্থনে জিতে নিতে পারে। তবুও কেন এই সন্ত্রাস এটাই আজ লাখ টাকার প্রশ্ন। সাধারণ মানুষের মুখে মুখে আজ একটাই আলোচনা ''এর কি প্রয়োজন ছিল? অনেক তৃণমূলকর্মীও এই প্রশ্নে আলোড়িত।

ডাকাতি করতে গেলে গৃহস্থ সজাগ থাকলে অনেক সময় ডাকাত মার খায়– প্রাণে মারাও পড়ে তাই বলে কি তাতে ডাকাতি করার অপরাধ লঘু হয়ে যায়? তেমনি তৃণমূল মার খেয়েছে বলে সন্ত্রাসের দায় ঝেড়ে ফেলাও যায় না। একটা জনপ্রিয় সরকারের যদি এই দশা হয়, তাহলে দিন দিন যখন জনপ্রিয়তা হারাবে তখন নির্বাচনে জেতার জন্য এরা কি করবে তাই ভেবে জনগণ চিন্তিত ও শঙ্কিত।

শাসকদলের আগ্রাসী মনোভাবে ভুল বার্তার সম্ভাবনা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উঠন্তি মূলো যেমন পত্তনে চেনা যায়, তেমনই পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন এবার কেমন চেহারা নেবে, তা মনোনয়ন শুরুর দিন থেকেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু রাজ্যের মানুষ চায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। যদি সক্রিয় ভূমিকা নির্বাচন কমিশন পালন করে তবেই শান্তিপূর্ণ ভোট সম্ভব। না হলে এই পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবারে বহু

জীবন বলিদান হবে। এমনটাই অভিমত রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলের। ইতিমধ্যেই একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও একজন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। বীরভূমে বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মণ্ডল প্রথমদিন তৃণমূলের হাতে মার খেলেন। ঠিক তার পরের দিন এই একই জেলার মল্লারপুরে বিজেপি পাল্টা মার দিল তৃণমূলকে। যদি নির্বাচন কমিশন শক্ত হাতে হাল না ধরে, তাহলে এটা চলতেই থাকবে। কিন্তু রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অমরেন্দ্র কুমার সিংহ যেন প্রথম থেকেই আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন। সমস্ত রাজনৈতিক দল সহ সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্যে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী আনতে হবে। কারণ ঘোষিত তিনটি পর্বের পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রথম পর্বেই ভোটদান হবে প্রায় ৪০ হাজার বুথে। প্রতিটি বুথেই অন্তত দু'জন করে সশস্ত্র পুলিশ দিতে গেলে রাজ্য সরকারের দরকার ৮০ হাজার পুলিশ ফোর্স। সেখানে কাগজে কলমে আছে প্রায় ৬০ হাজারের কাছাকাছি। বাকি বুথগুলোতে কি তাহলে সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে ভোট হবে? এটা রাজ্য প্রশাসনকে ভাবতে হবে। এর আগে যখন মীরা পাণ্ডে ছিলেন নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বে তখন রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে তার একটা বিরোধ তৈরি হয়। তাই শুরুতে না হলেও অতি দ্রুত তিনি ২৫ হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নির্বাচন সম্পন্ন করেন। নির্বাচন কমিশনকে এ ব্যাপারে রাজ্য প্রশাসনের সহযোগিতা করা দরকার। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল স্বাভাবিকভাবেই সাফল্য বজায় রাখবে বলে বিশ্লেষক মহলের অভিমত। এর কারণ হিসেবে রাজ্যে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম রাখার কথাও উল্লেখ করেন তারা। কিন্তু মনোনয়ন শুরুর দিন থেকে জেলায় জেলায় যে হিংসাত্মক কার্যকলাপের সূচনা হয়েছে শাসকদলের পক্ষ থেকে, এর কোনও দরকার ছিল না। দলীয় কিছু নেতা–কর্মীদের আগ্রাসী মনোভাব রাজ্য জুড়ে হিংসা ছড়াচ্ছে ও একটা আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি করছে। এর ফলে জনমানসে শাসকদল সম্পর্কে একটা ভুল বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে। যার প্রভাব পড়তে পারে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে। পাশাপাশি বিরোধীদের কাছেও এটা প্রচারের একটা হাতিয়ার হয়ে ওঠার পথকে সুগম করছে বলে তাঁদের মন্তব্য।

অক্ষয় তৃতীয়ার রথযাত্রা, ৩২০ বছর ধরে চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দননগর : ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া বাবুবাজারের নিকট সুপ্রাচীন বিখ্যাত অন্নপূর্ণা মন্দির অবস্থিত। বসন্ত শেষে তীব্র দাবদাহে বৈশাখ মাসে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার পূণ্য তিথিতে অন্নপূর্ণা মন্দিরে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের নির্দিষ্ট আষাঢ় মাসের পুণ্য শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তেলিনীপাড়ায় ওই নির্দিষ্ট অক্ষয় তৃতীয়ার ওই দিনই মহাধূমধামের সাথে প্রতি বছরই এই রথযাত্রা হয়। এই প্রাচীন বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বাংলা ১২০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আনুমানিক প্রায় ৩২০ বছরের পুরানো অন্নপূর্ণা মন্দিরের একটি ইতিহাস রয়েছে। উল্লেখ্য, মন্দিরটি তৈরি হয়েছে রথের আদলে চুড়ো বিশিষ্ট নির্মিত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই রথযাত্রায় জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার মূর্তি থাকে না, তার পরিবর্তে অষ্টধাতুর অন্নপূর্ণা ও শিবের মূর্তি থাকে। রথের উচ্চতা ২০–২২ ফুট। সকালের দিকে এক মাইলের মতো রাস্তা ভিক্টোরিয়া জুট মিলের কাছে গড়ের ঘাটে রথ নিয়ে যাওয়া হয়। আবার বিকেলের দিকে সোজা

ঐতিহ্য

চলে আসে অন্নপূর্ণা মন্দিরে। এই রথযাত্রা একই দিনে সোজা ও উল্টোরথ রশিতে টান হয়। এই মন্দিরে প্রায় ২০ জনের শরিকি পরিবার আছেন। তাছাড়া ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে পুজো পার্বন সারা হয়। এবারে অক্ষয় তৃতীয়ার রথযাত্রা পালার দায়িত্বে রয়েছেন প্রয়াত সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সত্য প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়দের। এখানে পরিবারের বংশধরদের মন্দিরে পালা পড়ে ৬ বছর বা ১৮ বছর অন্তর। তাদেরই বংশধররা আজও সেই প্রথার নিয়ম কানুন মেনে চলে আসছেন। এই পরিবারের বংশধর হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, সারা দেশের মধ্যে একমাত্র এখানে এবং উত্তরপ্রদেশে এর প্রচলন আছে।

সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে পয়লা বৈশাখ

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া : রবিবারের পয়লা বৈশাখ পালনে কোনও খামতি রাখল না হুগলির চুঁচুড়া শহর। চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর শিবমন্দিরের কাছেই মনোরম পরিবেশে গঙ্গার ধারে শিবচন্দ সোম ট্রেনিং আকাদেমি স্কুলের মাঠে সাড়ম্বরে পালিত হল দিনটি। চুঁচুড়ার আবৃত্তি সংস্থা চুঁআস ৩৫ বছর ধরে একই ভাবে বালার নববর্ষের দিনটি পালন করে চলেছেন। ভোর ৪টেয় শুরু হয় অনুষ্ঠান, চলে একেবারে বেলা এগারোটা পর্যন্ত। সংস্থার কর্ণধার উৎপল গঙ্গোপাধ্যায় জানালেন, বাংলার ঐতিহ্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ধারা বজায় রাখাই কর্তব্য। সেই ধারা অক্ষুন্ন রেখে নতুন বছরকে বরণের পালা। এদিন চুঁআস–এর উদ্যোগে নববর্ষ উদযাপনে গান, নাচ, কবিতা ও হরবোলা অনুষ্ঠিত হল। এই দিনের অনুষ্ঠান শুরুতে সঙ্গীত শিল্পী ডালিয়া চক্রবর্তীর গলায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গানটি শুনতে মন্দ লাগে না। এদিন মঞ্চে চুঁচুড়া এএসআই পুলিশ অফিসার বরুণ ঘোষ হরবোলা শুনিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। অনুষ্ঠানে এক অন্য স্বাদ আনে। এদিন উপস্থিত ছিলেন হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার পুরপ্রধান গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়, প্রথিতযশা কবি অরুণ চক্রবর্তী, কাউন্সিলর মৌসুমী

বসু চ্যাটার্জি। এরই পাশাপাশি চন্দননগর পুরনিগমের উদ্যোগে রাণীঘাটে লঞ্চে নববর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল।

এই অভিনব লঞ্চে আয়োজন করার মূল কারিগর ভোলানাথ সাঁধু। সঙ্গীত শিল্পী শাওনি মল্লিক অত্যন্ত সুন্দর গায়কী, স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীল ও দরদী কণ্ঠে গাইলেন বেশ কয়েকটি গান। দ্বিতীয় পর্বে কল্যাণব্রত মজুমদার তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠে ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে গাইলেন সুনির্বাচিত গানগুলি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী, চন্দননগরের কমিশনার স্বপন কুণ্ডু, শিক্ষা দফতরের আধিকারিক কালীপদ জানা, চেয়ারম্যান জয়ন্ত দাস, ডেপুটি মেয়র মায়া ঘোষ, সমস্ত কাউন্সিলর এবং বিরোধী দলনেতা রমেশ তেওয়ারি। সব মিলিয়ে নববর্ষের সকালে এক সুন্দর জমজমাট অনুষ্ঠান উপহার দিল আয়োজক সংস্থা।

গোবরডাঙায় বর্ষবরণ উৎসব

অরিন্দম রায়চৌধুরী : বাংলা শুভ নববর্ষকে (১ বৈশাখ) বরণ করতে পঞ্চদীপ সাহিত্য চক্রের উদ্যোগে গোবরডাঙা জমিদার বাড়ির আম্রকুঞ্জে অনুষ্ঠিত হল এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। প্রতি বছরের মতো সকাল ৭টা থেকে ১২টা পর্যন্ত উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবী হরিপদ দাস। এই উপলক্ষে 'পঞ্চদীপ' পত্রিকার বর্ষবরণ সংখ্যার উদ্বোধন করেন উক্ত সংস্থার কর্ণধার অপূর্ব বিশ্বাস এবং সভাপতি হরিপদবাবু। অপূর্ব বিশ্বাস বলেন, একসময়ে এই পত্রিকার নানা সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেছে। কর্মসূত্রে অনেকে এদিক ওদিক হওয়ায় মাঝখানে। কিছুদিন বন্ধ ছিল। এছাড়া শারীরিক ভাবেও নিজে অসুস্থ। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী বিমল সরকার। স্বরচিত কবিতা পাঠ অংশ নেন কবি তারাশংকর আচার্য,সোফিয়ার রহমান, অর্চনা দে বিশ্বাস, পলাশ মণ্ডল, নিত্যানন্দ মিস্ত্রী, কৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্ম, অলকানন্দ বসু, গোলাম মোস্তাফা প্রমুখ। সঙ্গীতে মায়া বিশ্বাস, শুভেচ্ছা বসু প্রমুখ এবং তবলায় তরুণ চক্রবর্তী প্রশংসনীয়। সমাপ্তি ভাষণে সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় বলেন, যে পঁচিশ বছর ধরে এই বর্ষবরণে উৎসব হয়ে থাকে। এছাড়া এখানকার ঐতিহাসিক গোষবিহার মেলা প্রায় ১৯৬ বছর ধরে এই মেলা হয়। তারও পূর্বে জমিদার খেলারাম মুখোপাধ্যায় এই মেলা চালু করেন। তাঁর ছেলে কালীপ্রসন্ন ১৮২৩ সালে প্রসন্নভবন দ্বাদশ শিব মন্দির সহ মা প্রসন্নময়ী মন্দির নির্মাণের সাথে ১লা বৈশাখ মেলার নির্দিষ্ট দিন চালু হয়। সঞ্চালনায় রবীন বাঁড়ৈ ও নবকুমার বিশ্বাস প্রশংসনীয়।

পাঠকের কলমে

বিচারের বাণি নীরবে নিভৃতে কাঁদে

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

সাধারণ মানুষ যে এখনও বিচারের ভুলভুলাইয়ায় গুমরে গুমরে মরেন তার প্রমাণ মিলল ফের একবার। সবথেকে আক্ষেপের বিচার ব্যবস্থার এই দীর্ঘসূত্রিতার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে শতাব্দী প্রাচীন কলকাতা হাই কোর্টের নাম। আইনজীবীদের ম্যারাথন ধর্মঘটে জেরবার বিচারের আশায় চাতক পাখির মতো প্রমাদ গোনা অসংখ্য বিচারপ্রার্থী। সবথেকে বড় কথা এত বড় একটি বিষয় যা সাধারণ বিচারপ্রার্থীদের জীবন দুর্বীষহ করে তুলছে সেটা কোনওভাবে আলোকিত করতে দেখা যায় নি অনেক নামিদামি গণমাধ্যমকে। এখানেও ব্যতিক্রম হয়ে থাকল আমার–আপনার সবার প্রিয় আলিপুর বার্তা।

গত ৭ এপ্রিল–১৩ এপ্রিল পর্যন্ত যে ইস্যুটি মুদ্রিত হয়েছে তার লিড নিউজ হিসেবে বেরিয়েছে বিচার–ব্যবস্থার এই অচলাবস্থার কথা। আলিপুর বার্তার এই সংবাদ প্রকাশের পর একটা সাময়িক নড়াচড়াও দেখা গিয়েছিল। মনে হয়েছিল এবার বুঝি টনক নড়ল। কিন্তু না। কোথায় কী? ফের আইনজীবীদের ধর্মঘটের ঠেলায় বিচারের বাণী ঠাণ্ডাঘরে যাওয়ার উপক্রম হল। আলিপুর বার্তার কাছে আবেদন, আপনারাও লাগাতার লড়াই চালিয়ে যান সাধারণ মানুষের স্বার্থে। ফের তুলে ধরুন এই জাতীয় জনস্বার্থমূলক খবর।

ইতি– কালিদাস চক্রবর্তী
পিকনিক গার্ডেন, কলকাতা

পাঠকের নিজস্ব মতামত : সম্পাদক দায়ী নয়।

বীরভূম

নববর্ষে ভিড় উপচে পড়ল তারাপীঠে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ বৈশাখ এইবছর পড়েছিল রবিবার। সঙ্গে বাড়তি পাওনা অমাবস্যা। রবিবার সকাল ৭:৫৯টা থেকে সোমবার সকাল ৭:২৩টা

পর্যন্ত থাকে অমাবস্যা তিথি। অমাবস্যা তিথির নিশি পুজোতে মা তারাকে নানান অলঙ্কার সহযোগে রাজবেশে সাজানো হয়। শনি,রবিবার ছুটির দিন এবং একই সঙ্গে অমাবস্যা পড়ায় বছরের প্রথম দিন তাই ১৫ই এপ্রিল রবিবার ভিড় উপচে পড়লো বীরভূম জেলার তারাপীঠের মা তারা মন্দিরে। তারাপীঠ নতুন মন্দির রবিবার আবার ২০০ বছরে পর্দাপণ করলো। নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিলো আঁটোসাঁটো। ১২২৫ বঙ্গাব্দে মল্লারপুরের জমিদার জগন্নাথ রায় অধুনা মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ১৪ই এপ্রিল শনিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ মল্লারপুরে তারাপীঠে পুজো দিতে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে থাকা রডবোঝাই লরিকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে একটি ইন্ডিকা গাড়ি। ঘটনাস্থলে মারা যায় চারজন। জখম একজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হালখাতার পুজো দিয়ে বছর আরম্ভ করার জন্য রবিবার ভোর থেকে তারাপীঠের মা তারা মন্দির,নলহাটির নলাটেশ্বরী মন্দিরে ব্যবসায়ীদের ভিড় দেখা যায়। বোলপুরের কঙ্কালীতলা মন্দির এবং আকালীপুর গুহ্যকালী মন্দিরেও ভিড় ছিলো চোখে পড়ার মতো।

রাজনগরে যন্ত্রপাতি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজনগর ব্লকের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার বিকালে 'বাংলা আবাস যোজনা' মডেল গৃহ নির্মানকর্মীদের হাতে সহায়ক যন্ত্রপাতি তুলে দেন রাজনগর ব্লকের বিডিও দীনেশ মিশ্র। রাজনগর ব্লকের অন্তগর্ত পাচঁটি গ্রামপঞ্চায়েতের পাচঁজনের একটি দল প্রশিক্ষণ নিয়ে বিগত ৩৮দিন ধরে রাজনগর ব্লকের ভূমি দপ্তরের সামনে এই মডেল গৃহ নির্মানের কাজে ব্যাস্ত রয়েছে। মোট এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার ব্যয় বরাদ্দে তৈরি এই ঘরের মধ্যে শোবার ঘর,শৌচাগার,রান্নাঘর থাকছে। বিডিও দীনেশ মিশ্র বলেন, 'আগামীদিনে এই মডেল গৃহ অনুসারেই রাজনগর ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় বাংলার আবাস যোজনার গৃহ তৈরি হবে। এই ঘরটিই সেই মডেল'।

মল্লারপুরে দুর্ঘটনায় মৃত ৪

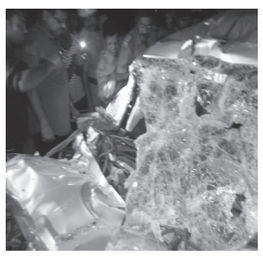

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ এপ্রিল শনিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ মল্লারপুর কলেজের কাছে ৬০ নং জাতীয় সড়কে দাড়িয়ে থাকা রডবোঝাই লরিকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে একটি ইন্ডিকা গাড়ি। প্রত্যেকের চোখে,মুখে, বুকে লোহার রড ঢুকে যায়। স্থানীয় মানুষজন উদ্ধার করে জখমদের হাসপাতালে পাঠায়। চালক সহ ঘটনাস্থলে মারা যায় চারজন। জখম একজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃতরা হলো মিহির গোঁপ,রাজেশ রায়,মনীশ সিং,মিন্টু সাউ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় গৌতম রায় রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গাড়িচালক মিন্টু হলেও গাড়ি চালাচ্ছিলো মনীশ। মনীশ বান্দাপুরাম পঞ্চায়েতসমিতির নির্দল সদস্য। তারাপীঠে পুজো দিতে যাচ্ছিলো পাচঁ বন্ধু মিলে।

বাবার অত্যাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুই শিশুকে বেধড়ক মারধর করে ৬ই এপ্রিল সিউড়ির একটি ঝোপে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো মদ্যপ বাবার বিরুদ্ধে। পরে সিউড়ি থানায় গিয়ে আত্মসর্মপণ করে 'গুণধর' বাবা নরেশ মাল। দুই শিশু আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মৌন মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : লাগাতার নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগর চৌরাস্তায় মঙ্গলবার বিকালে এক মৌন মিছিল করলো সাধারণ নাগরিকরা। সমাজের বিভিন্নস্তরের মানুষজন এই মিছিলে অংশ নেয়। আসিফার ধর্ষকের শাস্তির দাবিতে ১৪ই এপ্রিল সিউড়ি,রামপুরহাট,বোলপুর এই তিন শহরে মিছিল করে এসএফআই নেতৃত্ব।

আত্মঘাতী মামা ভাগ্নী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার সকালে লাভপুর থানার ভরতপুর গ্রামের মাঠের ধারে একটি গাছ থেকে দুইজনকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলতে দেখে গ্রামবাসীরা। মৃতরা হলো লালন বাগ্দী এবং রীতা বাগ্দী। সম্পর্কে তারা মামা ভাগ্নী। তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিলো। গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

কিশোরীকে ধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে ওষুধ কিনতে যাওয়ার সময় লাভপুর গ্রামীণ হাসপাতালের পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে ১৭ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ উঠলো আসগার শেখ নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। হাসপাতালে মৃতদেহ ফেলে রেখে পালায় অভিযুক্ত আসগার। পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে আটক করেছে। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।

কদম্বগাছি পঞ্চায়েত জেলার সেরা

পার্থ ঘোষ : উন্নততর কাজ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ৩২২৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত এর মধ্যে ২১৭৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে পারফরমেন্স গ্রান্ট দিতে চলেছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক। ফলে এই সকল পঞ্চায়েতগুলি কমবেশি ৫০ লক্ষ টাকা করে পেতে যাচ্ছে। রাজ্যের মধ্যে চতুর্থ এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে প্রথম স্থানে থেকে এই গ্রান্টের অধিকারী কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত। অনুদান হিসাবে তারা পাচ্ছে ৪৮ লক্ষ্য ৩১ হাজার টাকা।

টেন্ডার করে কাজ, টেন্ডার করে কেনাকাটা, প্ল্যান মাফিক বাজেট তৈরি করা, পাড়া বৈঠক করে উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি, নিজস্ব আয় বৃদ্ধি, সময়মত টাকা খরচ করা, জিও ফাইল সংযুক্ত করে খরচের অডিট করা, কম্পিউটারাইজড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম চালু প্রভৃতি ১০টি বিষয়কে মাপকাঠি করে পারফরমেন্স বিচার করা হয়। বিশ্বব্যাঙ্ক সমীক্ষা চালিয়ে পুরস্কার হিসাবে ওই অনুদান দেয়। কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বকীয়তা দেখাতে পেরেছে। পাশাপাশি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় খাদ্যসাথী, বাংলার আবাস যোজনা, গীতাঞ্জলি, স্বাস্থ্য সাথী, কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, সবুজসাথী প্রভৃতি প্রকল্পগুলির সার্থক রূপায়ণ ঘটাতে সমর্থ হচ্ছে এই পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত প্রধান সামসুন নাহার বিবি বলেন ''সরকারের যাবতীয় পরিকল্পনার যাবতীয় রূপদানই ছিল আমাদের কাজ। আর পঞ্চায়েত থেকে সবরকম পরিষেবা সাধারণ মানুষ পেতে শুরু করেছেন।'' বেশ কিছু রাস্তাঘাটের কাজ এখনও অসম্পূর্ণ থাকলেও টেন্ডার হয়ে যাওয়ায় খুব দ্রুততার সাথে সেগুলি করা হবে বলে জানান প্রধান।

এলাকাবাসী সহ আলি বলেন, ''চাষিদের ক্ষেত্রে পরিষেবা দিতে এই পঞ্চায়েত কিছুটা হলেও পিছিয়ে। ভবিষ্যতে অনুদান হিসাবে যদি তারা সাধারণ চাষিদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহলে তা অনেক বেশি উপকার হবে।'' পঞ্চায়েত এর এই স্বশক্তিকরণে স্বভাবতই খুশি এলাকাবাসীরা। এই মূল্যায়নের কাজটি করার জন্য বাংলাদেশ, মিশর, মায়নমার, নেপাল প্রভৃতি দেশ থেকে পরিদর্শক টিম উপস্থিত ছিল।

জেলা পরিষদের তিনটি আসনে নতুন মুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকে এবার জেলা পরিষদের তিনটি আসনেই নতুন মুখ বাছল তৃণমূল নেতৃত্ব। তিনজন প্রার্থী হলেন শেখ বাপী, শিখা রায় এবং মনিকা হাজরা। শেখ বাপী সাউথ বাওয়ালি পঞ্চায়েত সদস্য এবং যুব নেতা। শিখা রায় জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়ের স্ত্রী। প্রসঙ্গত ডাঃ তরুণ রায়ের নির্বাচন ক্ষেত্রটি মহিলা সংরক্ষিত হয়ে গেছে। আর একজন হলেন মনিকা হাজরা, ইনি তৃণমূল সমর্থক একজন গৃহবধূ। এই আসনে আগে জিতেছিলেন সিপিএবের প্রবীর দাস। সূত্রের খবর এখনও পর্যন্ত জেলা পরিষদের এই তিনটি আসনে বিরোধীরা কেউ মনোনয়ন জমা দেয়নি।

তোলাবাজির রমরমা

প্রথম পাতার পর

একারণে ধৃতরা জরিমানা দিলেও তা সরকারের রাজস্বে জমা পড়ে না। উঠছে এমন অভিযোগও। এই কাজে বারাসত জিআরপির পক্ষ থেকে দুজন ল' ক্লার্ককে নির্দিষ্ট করা আছে বলেও অভিযোগ। তবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হল, প্রতিদিনই স্থানীয় কিছু লোককে বারাসত স্টেশন চত্বর থেকে বাংলাদেশি বলে ধরে আনা হচ্ছে। তাদের থেকে মোটা অঙ্কের টাকা জরিমানা ধার্য করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, প্রতিদিনই সকাল ন'টা–দশটা থেকে দুপুর প্রায় বারোটা–একটা পর্যন্ত চলে এই বাংলাদেশি ধরপাকড়ের বাজার। তাদের অভিযোগ, বারাসত জিআরপি এখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার চেয়ে অবৈধ তোলা আমদানিতেও ব্যস্ত। এবিষয়ে বারাসত জিআরপিকে প্রশ্ন করা হলে এক আধিকারিক বলেন, 'বর্তমান ওসি সিএম (মুখ্যমন্ত্রী)–এর খুব কাছের লোক। ওনাকে বেশি ঘাটাবেন না। তাহলে অসুবিধায় পড়বেন,' এমন হুমকি দেন প্রতিবেদককে। তবে বারাসত স্টেশন সংলগ্ন পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ের দুটি প্রভাবশালী ক্লাব বর্তমান ওসি'র এহেন কর্মকান্ডে বিক্ষুব্ধ বলে জানা গিয়েছে। এমনকি ব্যাপক ক্ষোভ–বিক্ষোভ রয়েছে স্থানীয় জনমানসে। ও

সিকে এইসব কাজে জনা দুই আধিকারিক ও জনা দুই সিভিক ভলান্টিয়ার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন বলে বারাসত জিআরপিরই একাংশের অভিযোগ। প্রসঙ্গত, স্থানীয় ক্লাব ২টি সংগঠন সুযোগের অপেক্ষায় আছে। তারা যে কোনও মুহূর্তে থানা ঘেরাও সহ মিডিয়া দিয়ে পুরো বিষয়কে প্রচারের আলোয় আনতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিজেপি'র বাড়বাড়ন্ত, কোমায় কংগ্রেস

প্রথম পাতার পর

সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি। তাঁর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারকে উৎখাত করতে হবে। তাই বিজেপিকেও এজন্য প্রয়োজন। এরপর পরাজয় মেনে নিয়ে ১৯৮৯ সালের ২ ডিসেম্বর রাজীব গান্ধিকে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি ছেড়ে চলে যেতে হয়। ভারতের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী রূপে মাত্র ৪০ বছর বয়সে যিনি এই দেশ শাসনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সেই রাজীব গান্ধিকে আতঙ্কবাদীরা এর বছর খানেক পরেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল। ১৯৯১ সালের ২১ মে দক্ষিণ ভারতের শ্রীপেরামপুদুরে একটি দলীয় জনসভায় মানব বোমা বিস্ফোরণে তিনি নিহত হন। এরপরও নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়েও কংগ্রেস কেন্দ্রে একাধিকবার ক্ষমতায় থেকেছে। কিন্তু, যারা জামাই আদর করে এরাজ্যে বিজেপিকে ডেকে আনল সেই সিপিএমের এখন দু'চোখের বিষ বিজেপি! অনুরূপভাবে তৃণমূল কংগ্রেসও একদা মিত্রশক্তি বিজেপিকে কোনওভাবেই সইতে পারছে না। আবার যে সিপিএম একদা রাজীব হঠাও স্লোগান তুলে বাজার গরম করার চেষ্টা করেছিল সেই তারাই কিনা ২০১৬ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের হাত ধরল তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করতে। অর্থা সিপিএমের এ যেন 'যখন যেমন তখন তেমন' অবস্থা। রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহলের এপ্রসঙ্গে অভিমত, সুবিধাবাদী রাজনীতির স্বার্থেই কখনও সিপিএম কখনও তৃণমূল কংগ্রেস এ রাজ্যে বিজেপিকে ব্যবহার করেছে। এক্ষেত্রে ওই দলগুলি নিজ নিজ নীতি, আদর্শ সবই জলাঞ্জলি দিয়েছিল।

রাজ্যে বিজেপি'র শক্তি বৃদ্ধিতে প্রমাদ গুনছে তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম, কংগ্রেস প্রমুখ। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন ঘিরে বিজেপি শাসকদলের চোখে চোখ রেখে যে ভাষায় কথা বলল তাতেই প্রমাণ হয়ে যায় এরাজ্যে তারাই প্রধান বিরোধী দল। বিজেপি'র রাজ্য কমিটির সদস্য তথা দলের পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ বলেন, এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে অনেক জায়গাতেই আমরা তৃণমূলের কংগ্রেসের সন্ত্রাস, হামলা প্রতিরোধ করে প্রার্থী দিয়েছি। আসলে শাসকদল হেরে যাওয়ার আতঙ্কে ভুগতে থাকায় এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন অবাধ হোক এটা কখনও চায়নি। তাই সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তবে, ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল আর সন্ত্রাস সৃষ্টির কোনও সুযোগ পাবে না। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য তথা দলের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপক মজুমদার বলেন, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নের নিরিখেই প্রমাণ হয়ে গেছে রাজ্যে বিজেপি'র শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। আর এজন্য বর্তমানে দায়ী তো তৃণমূল কংগ্রেসই। আমাদের দলের এখন আর সেরকম শক্তি নেই যা দিয়ে রাজ্যে বিজেপিকে রোখা যায়।

আমরা সাংগঠনিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় এবারে তৃণমূলের সন্ত্রাসকে রুখে দিয়ে পঞ্চায়েতে প্রার্থী দিতে পারিনি এই জেলার কোথাও। তবে, এই উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য তৃণমূলকে মূল্য চোকাতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সমরেশ পাল বলেন, বিরোধীরা সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হওয়ায় এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারেনি। আর তৃণমূল যদি সন্ত্রাসই করে তো বিজেপি সহ বিরোধীরা রাজ্যজুড়ে এত এত প্রার্থী কীভাবে দাঁড় করাল?

(ছবিতে কাটোয়ায় একাকী দলীয় কার্যালয়ে কংগ্রেস নেতা দীপক মজুমদার, দাঁইহাটে বিজেপির সভায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ। ফাইল চিত্র)

চট্টা প্রমাণ করল রাজনীতি নয় কাজই বড়

প্রথম পাতার পর

কিন্তু সিপিএমের দুজন সদস্য তৃণমূল চলে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে তৃণমূল। কারন বর্তমানে তৃণমূল ১৪ আর সিপিএমে ১২ জন সদস্য। কিন্তু পঞ্চায়েত আইনের বলে এবং হাইকোর্টের রায়ে বহাল থাকেন সিপিএমের প্রধান। যদিও বর্তমান উপপ্রধান অজিত ধারা তৃণমূলের। সে যাইহোক, মুজাফফর বাবু বলেন, এলাকার উন্নয়নে শাসক দলের সব সময় সহযোগিতা পেয়েছি। এবার কি নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন? উত্তরে প্রধান জানান, না শারীরিক কারণে আমি দাঁড়াচ্ছি না। আপনার এলাকায় বিরোধীরা কি নমিনেশনে বাধা দিয়েছে? সে প্রশ্নে মুজাফফরবাবু জানান, না আমাদের এখানে সবাই মনোনয়ন জমা করতে পারছেন। সিপিএম কি আবার ক্ষমতায় আসবে? সে প্রশ্নে তিনি জানান, এখন জনগণের হাবভাব বুঝতে পারছি না। তবে যারাই ক্ষমতায় আসুক বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকায় যেন উন্নয়নের কাজটা হয়, এটা দেখতে হবে। বিশেষ করে আমাদের এখানে পিএইচইর জল আসেনি, তাই ডিপ টিউবওয়েলে জোর দিতে হবে।

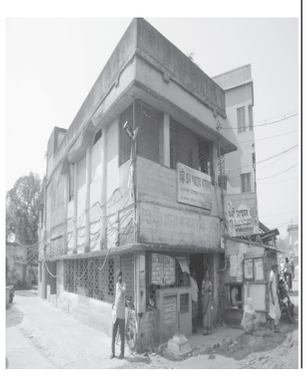

আদালতে বেসামাল কমিশন

প্রথম পাতার পর

যে দলের নেত্রী সরকারের কাণ্ডারি হয়ে উন্নয়নের জন্য বিভোর হয়ে থাকেন, যাঁর পরিকল্পনা বিশ্ববন্দিত হয় তাঁর পক্ষে এই রায় আত্মঘাতের সামিল। এই পরিস্থিতি তাঁকে এনে দিয়েছে তাঁরই দলের ভাইবোনেরা। এখন বাধ্য হয়ে তাঁর গেলা ছাড়া গতি নেই। ভাবতে পারা যায়, যে সরকারের পঞ্চায়েত বিশ্বব্যাঙ্কের পুরস্কার পায় সেই পঞ্চায়েতগুলোই হয়ে ওঠে সন্ত্রাসের কেন্দ্রবিন্দু।

সামনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অগ্নিপরীক্ষা। একদিকে আদালতের নজরদারিতে নিজেদের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করার দায় অন্যদিকে রাজনৈতিক চাপ উপেক্ষা করার দৃঢ়তা। সেই দিকেই তাকিয়ে আছে জনগণ।

অটোচালকদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ সোনারপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক প্রতিবন্ধীকে নামাতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেল অটোচালকদের। কার্তিক দেবনাথ নামে এক অটোচালক এক প্রতিবন্ধীকে যথাস্থানে নামানোর জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু এক পুলিশ কর্মী তাকে চড় মারায় উত্তেজিত হয়ে অটোচালকরা সোনারপুর থানা ঘেরাও করে। এমনকী রাস্তা অবরোধও করা হয়। দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে সোনারপুর–রাজপুরের অটো। কার্তিক দেবনাথকে গ্রেফতার করার পর ১১০০ টাকার বন্ডে জামিন দেয় সোনারপুর থানার পুলিশ। এরপর পুলিশ আধিকারিকদের আশ্বাসে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

রক্তদান শিবির

অভীক মিত্র : গরম পড়তেই বিভিন্নপ্রান্তে রক্তের আকাল দেখা দিয়েছে। রক্তসঙ্কট মেটাতে এবার এগিয়ে এলেন স্বয়ং বিধায়ক মহাশয়। মুরারই বিধানসভাকেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রহমান মহাশয়ের উদ্যোগে 'মুরারই সমাজসেবা সমিতি'র সহযোগিতায় এবং 'মুরারই কেয়ার নার্সিংহোম এন্ড ডায়াগনেস্টিক সেন্টার'র পরিচালনায় মঙ্গলবার সকাল দশটা থেকে মুরারই কেয়ার নার্সিংহোমে অনুষ্ঠিত হলো রক্তদান শিবির। ফিতে কেটে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মুরারই বিধায়ক আব্দুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন মুরারই–১ নং ব্লক তৃনমূল কার্যকরী সভাপতি সমাজসেবী সাবিরুল ইসলাম সাদ্দাম,শিক্ষক গোলাম মুর্তাজা,সোহেল গাজী সহ সাধারণ মানুষজন। টিফিন,গ্লুকোনডি

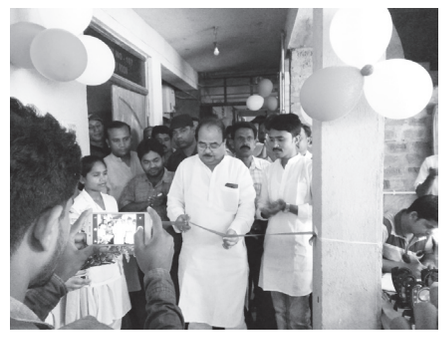

জল,ট্রফি,শংসাপত্র রক্তদাতাদের দেওয়া হয়। মোট পঞ্চাশজন রক্ত দেন বলে জানান মুরারই–১ নং ব্লক তৃণমূল কার্যকরী সভাপতি সমাজসেবী সাবিরুল ইসলাম সাদ্দাম। এই রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষজনের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলো চোখে পড়ার মতো।

গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাথায় পাইপগান ঠেকিয়ে ফেসবুকে ছবি পোস্ট করেছিলো সিউড়ি লালকুঠিপাড়ার শাহরুখ খান নামে এক যুবক। ১৩ই এপ্রিল রাতে সিউড়ি ভগৎ সিং পার্ক সংলগ্ন এলাকা থেকে শাহরুখকে গ্রেপ্তার করে সিউড়ি থানার পুলিশ। শাহরুকের কাছ থেকে একটি পাইপগান এবং কাতুজ উদ্ধার করে পুলিশ। ১৪ই এপ্রিল সিউড়ি আদালতে তোলা হলে শাহরুক খানকে ১৪দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

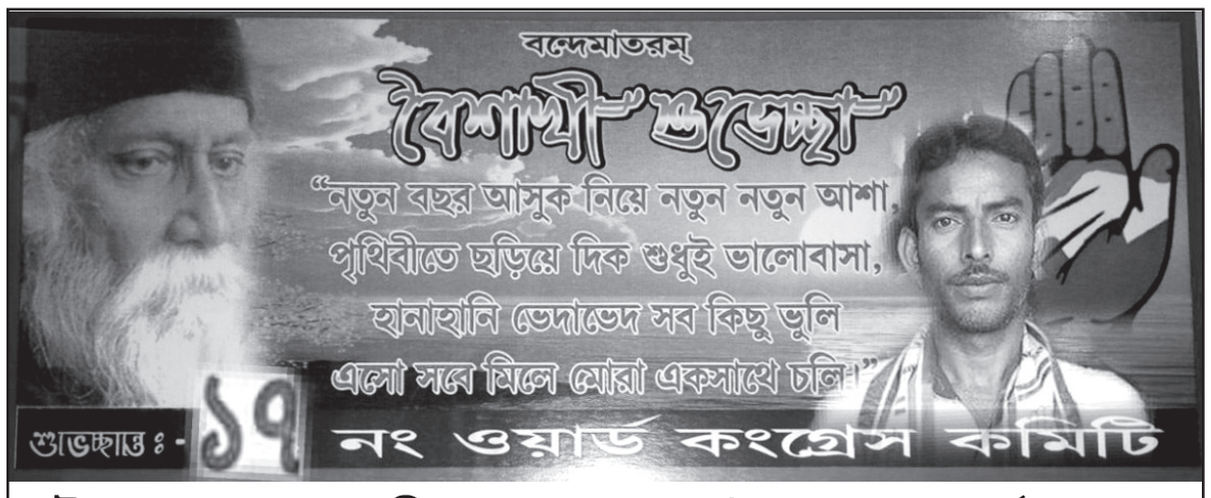

সৌজন্যে : আঙ্গুর মিঞা, রামপুরহাট ১৭নং ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটি যুব কংগ্রেস সভাপতি, রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্র

মহানগরে

নেতাজি ভবনে উপেক্ষিত রাজপথে আজাদ হিন্দ শহিদদের শ্রদ্ধা

আজাদ বাউল : খোদ নেতাজি ভবনেই আজাদ হিন্দ সরকারের গৌরবময় অধ্যায় উপেক্ষিত রইল। পালন হল না ময়রাং দিবসের ৭৫ বছরের পূর্তি উৎসব। ১৯৪৪ সালের ১৪ এপ্রিল কর্নেল সৌকত আলি মালিক মণিপুরের ময়রাং–এ এক রক্তাক্ত লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রথম ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের সেই গৌরবময় অধ্যায়কে স্মরণ করল না কেন্দ্র ও রাজ্যের আর্থিক সাহায্যে পুষ্ট নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো কর্তৃপক্ষ। এলগিন রোডের নেতাজি ভবনে নির্মিত আজাদ হিন্দ শহিদ বেদিতে একটি ফুলও নিবেদিত হয়নি সেদিন। অথচ পরের দিনই নেতাজি ভবনে কৃষ্ণা বসুর আমন্ত্রণে নববর্ষের আসর বসেছিল। উল্লেখ্য, প্রধান মন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ট্যুইটের মাধ্যমে ময়রাং দিবসে আজাদ হিন্দ শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

এদিন কলকাতার রেড রোডে আজাদ হিন্দ শহিদ স্মারকে নানা ব্যক্তি ও সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। দেশনায়ক সুভাষ জাগরণ মঞ্চের তরফে নন্দগোপাল ব্যানার্জি, কুণাল বসু, স্বরূপ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ স্বেচ্ছাসেবক একটি শোভাযাত্রার মাধ্যমে নেতাজি মূর্তির পাদদেশে সমবেত হন। এছাড়াও বসু বাড়ির তরফে চিত্রা ঘোষ, অভিজিৎ রায়, জয়ন্তী রক্ষিত বক্তব্য রাখেন। আলিপুর বার্তার তরফে ড. জয়ন্ত চৌধুরী জানান, 'মঞ্চ অনেক হোক ক্ষতি নেই, লক্ষ্য এক হলে নেতাজি সত্য একদিন প্রকাশিত হবেই।' নন্দগোপাল ব্যানার্জি জানান, 'আগামী গান্ধি জয়ন্তীতে কলকাতার ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো উদ্বোধন করতে এলে নেতাজি সত্য উন্মোচনের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত করবে তারা। এদিনকার সমাবেশে বাংলাদেশের তরফে আশরাফুল ইসলাম, 'ভিশন ২৪' টিভি চ্যানেলের তরফে অজয় চক্রবর্তী ও নেতাজি চেতনা মঞ্চের তরফে প্রিয়ম গুহ র‍্যালিতে অংশ নেন।

লাগানো আছে নির্দেশিকা নেই শুধু সচেতনতা আর নজরদারি

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : কলকাতা পুরসংস্থা সূত্রে খবর, ২০৫.০ বর্গ কিলোমিটার ক্ষেত্রমানের কলকাতা মহানগরীর কোথাও ৪০ মাইক্রনের কম বা বেশি ঘনত্বযুক্ত প্লাস্টিক তৈরির কারখানা নেই। আবার ২০১৬–এর মার্চ থেকে ভারতের সর্বত্র ৪০ মাইক্রনের কম ঘনত্বযুক্ত পলিব্যাগ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয়েছে। তারপরেও কলকাতা মহানগরীর সর্বত্র তো বটেই এবং এই মহানগরীর একেবারে লাগোয়া এলাকাগুলিতে এতো পলিব্যাগ আসছে কোথা থেকে?

এ প্রশ্নটা বারংবার মনে জাগছে। কারণ পশ্চিম বেহালার বীরেন রায় রোডের (পশ্চিম) মুচিপাড়া বাসস্টপের অদূরেই দিনের ১৬ ঘন্টা ছোটো ও বড়ো হালকা–ভারী যান চলাচলকারী অপ্রশস্ত এই রোডের পাশেই মহেশতলা পুরসভার তত্ত্বধানে একটি সম্পূর্ণরূপে খোলা ভ্যাট রয়েছে। ভ্যাট স্থলটি মহেশতলা পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের আওতাভুক্ত। কিন্তু ভ্যাটের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব প্রান্তে কলকাতা পুরসংস্থার ১২৭ ও ১২৮ নম্বর জনবহুল ওয়ার্ড। ২০০০ সালের পর থেকেই বড়ো মাঝারি ছোটো বহুতল টাওয়ার অ্যাপার্টমেন্ট ব্যক্তিগত ভবন গড়ে উঠছে। ভ্যাটটি লাগোয়া রয়েছে এ দেশের এক বিশেষ গোষ্ঠীর আধুনিক ডিপার্টমেন্টাল স্টোর (মডার্ন ট্রেড), সর্বত্র পার্সোনাল কারের ছড়াছড়ি। তারই মাঝে মহেশতলা পুরসভার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বেশ পুরনো ঝাঁঝালো বড়ো মাপের খোলা ভ্যাট। ভ্যাটে কখনো একটি কখনো দু'টি ট্রলি দাঁড় করিয়ে রাখা থাকে আর তা উপচিয়ে পলিব্যাগসহ বিবিধ হালকা–ভারী বর্জ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে লম্বা রোডে জোরালো হাওয়ায় সর্বত্র উড়তে থাকে। গ্রীষ্ম–বর্ষা–শীত কোনও কালেই রেহাই মেলে না। দিনে রাতে কখনই এ ভ্যাট বর্জ্যশূন্য লক্ষ্য করা যায় না। মহেশতলা পুরসভাও তাদের এলাকার বাউন্ডারি লাগোয়া ভ্যাট হওয়ায় সবকালেই একে গুরুত্বহীনের তালিকায় ফেলে রাখে। সেটা তৃণমূলী বা বাম যে দলের ওয়ার্ডই হোক নান কেন? অথচ ওই ভ্যাট থেকে মাত্র পাঁচ মিনিট দূরে শিবমন্দির বাসস্টপের অদূরে কলকাতা পুরসংস্থার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি ঘেরা ঢাকা ভ্যাট। সেখান থেকে রোজবর্জ্য তুলে নিয়ে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে সাফসুতরো করা হচ্ছে। স্থানীয় কলকাতা ও মহেশতলার বাসিন্দারা দীর্ঘ বিশ বছরের অধিক যাবৎ এই দ্বিচারিতা লক্ষ্য করে আসছে।

অবশেষে পরিস্কার হচ্ছে ময়লা।

এদিকে এতো কিছু ঘটনা ঘটার পর গত ১৬ এপ্রিল মহেশতলা পুরসভার জঞ্জাল দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশে পুরসভার সাতজন কন্ট্রাকচুয়াল কর্মী পুরসভার একটি জেসিবি মেশিন ও দুটি বড়ো মাপের লরি এনে তাতে জঞ্জাল ডাঁই করে ভরে ভ্যাটটির প্রায় পুরোটাই সাফাই করল। ওই কর্মীদের সঙ্গে এই প্রতিবেদকের সংক্ষিপ্ত কথাবার্তায় তারা প্রতিবেদকের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে জানায়, এতো বড়ো একটি ভ্যাট সাফাই করতে এলাম অথচ স্থানীয় পুর প্রতিনিধি বা তার লোকজন কারোর কোনও উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেল না। এতো দূরে এসে কাজ করার উৎসাহটা আসবে কোথা থেকে বলতে পারেন।

বর্তমানে এ মহানগরের যত্রতত্র পড়ে থাকা পলিব্যাগের বেশির ভাগটিই ৪০ মাইক্রনের কম ঘনত্বযুক্ত। যদিও 'প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ২০১৬'–এ তা পরিবর্তন করে নির্দেশ জারি করে ৫০ মাইক্রন বা তার কম ঘনত্বযুক্ত পলিব্যাগ ব্যবহার করা যাবে না। বিষয়টি যে চিন্তার। কারণ সাধারণ মহানগরবাসী এসব নিয়ে সচেতন নন।

ভারত–জাপান সহযোগিতায় বদলাবে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতে বৈদেশিক বন্ধুত্বের প্রাচীনতম সংগঠন হল ১৯০৩ সালে গঠিত জাপান–ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন। জাপানের পরম বন্ধুদের মধ্যে বাঙালিরা উল্লেখযোগ্য। স্বামী বিবেকানন্দ, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জেআরডি টাটা, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, রাসবিহারী বসু এবং বিচারক রাধা বিনোদ পাল জাপান সম্পর্কে ছিলেন উচ্ছ্বসিত। ১৪০০ বছরের এই সম্পর্ক আজও অটুট। আজও ভারতবাসী জাপানকে ভালোবাসার চোখে দেখে।

কোনওদিনই তিক্ত হয়নি ভারত জাপান সম্পর্ক। বরং ব্যবসা, বাণিজ্য, সংস্কৃতি সব বিষয়েই ভারতের পাশে থেকেছে জাপান। এমনকি বাংলার বাণিজ্যিক উন্নয়নে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে জাপান। গত ১৮ এপ্রিল বিকালে কলকাতায় মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইনড্রাস্ট্রি হলে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা চক্রে একথাই উঠে এল উদ্যোক্তাদের স্বাগত ভাষণে।

উপস্থিত ছিলেন কলকাতায় জাপানের রাষ্ট্রদূত মায়াযুকি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাণিজ্য দফতরের বিশেষ সচিব ড. শ্রীকান্ত সহ অন্যান্য সদস্য ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা। কথোপকথনে বোঝা গেল পশ্চিমবঙ্গের নানাবিধ প্রকল্পে আগ্রহী জাপান যা এ রাজ্যের কর্মসংস্থানে নতুন দিগন্ত আনতে পারবে বলে সকলের আশা। এইজন্যেই গত বেঙ্গল গ্লোবাল সামিটে উপস্থিত হয়েছিল ১১টি জাপানি বাণিজ্য সংস্থার প্রতিনিধিরা। বাংলাও বাণিজ্যিক উন্নতির জন্য সাগ্রহে তাকিয়ে আছে জাপানের দিকে। অপেক্ষা শুধু সেই মিলনক্ষণের যার দিকে তাকিয়ে আছে আপামর বাঙালি।

নতুন ঠিকানায় জিএসটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : হলদিয়া কেন্দ্রীয় পণ্য–পরিষেবা কর ও কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক কমিশনারেটের স্ট্র্যান্ড রোডের কাস্টমস হাউসের নতুন ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। একইসঙ্গে হলদিয়া কমিশনারেটের অধীনস্থ জঙ্গিপুর ডিভিশনের ৯সি এসপ্ল্যানেড ইস্ট–এর নতুন দপ্তরের উদ্বোধনও করলেন কলকাতা অঞ্চলের প্রধান মুখ্য জিএসটি ও সেন্ট্রাল কাস্টমস কমিশনার অরবিন্দ সিং। দপ্তরের আধুনিকীকরণের জন্য ৩৫ লক্ষ টাকার তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০০২ সালে চালু হওয়া হলদিয়া কমিশনারেটের দায়িত্বে থাকা অঞ্চলগুলি হল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও হাওড়া জেলার আটটি ব্লক। বর্তমানে হলদিয়া কমিশনারেটের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হলেন বিজয় কুমার মল্লিক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পণ্য–পরিষেবা কর ও উৎপাদন শুল্ক বিভাগের বহু উচ্চপদস্থ আধিকারিক উপসিস্থত ছিলেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯ এপ্রিল ২০১৮ মার্চেন্ট চেম্বারস অফ কমার্সের কনফারেন্স হলে আয়করের ১৮–১৯ এবং ১৯–২০ অ্যাসেসমেন্ট বর্ষে যে নতুন বিধান নেওয়া হয়েছে তা নিয়ে এক আলোচনায় বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ এবং শিকিমের মুখ্য আয়কর কমিশনার শ্রীমান খোরানা পাত্র, চাটার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট সঞ্জয় ভট্টাচার্য, এবং চাটার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট এসএস গুপ্তা। উপস্থিত ছিলেন চেম্বারের সদস্য এবং প্রচুর ব্যবসায়ীরা। নতুন পদ্ধতিতে ৪০ হাজার ফ্ল্যাট স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশান উপস্থাপিত করা হয়েছে কর্মচারিদের বেতন থেকে। এছাড়াও আলোচনা হয় বিভিন্ন কর ব্যবস্থা নিয়ে।

সংবর্ধিত পদ্মশ্রী সুভাষিনী মিস্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সময়টা ১৯৭১ সাল। প্রচণ্ড আর্থিক অনটনের জেরে সামান্য সবজি বিক্রেতা স্বামীকে কার্যত বিনা চিকিৎসায় হারাতে বাধ্য হন সুভাষিনী মিস্ত্রী। সেইদিনই কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন দু:স্থ মানুষের চিকিৎসার ভার নেবেন একদিন। কঠিন পরিশ্রম করে বড় ছেলেকে পড়ালেন ডাক্তারি। নিজে সবজি বিক্রি করে তিলে তিলে টাকা জমিয়ে একসময় ঠাকুরপুকুরে প্রতিষ্ঠা করলেন গরিব রোগীদের চিকিৎসার্থে ' হিউম্যানিটি হসপিটাল '। সেদিনের সুভাষিনী মিস্ত্রী আজ পদ্মশ্রী সুভাষিনী

দেবী (২০১৮ সালে)। ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়াবিষয়ক মন্ত্রকের নেহরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা এবং পাটুলির নেতাজি পাঠাগারের যৌথ উদ্যোগে মহিলা স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্যে আয়োজিত তিন মাসের বিউটিশিয়ান কোর্স প্রশিক্ষণের শংসাপত্র প্রদান অনুষ্ঠানের মধ্যমণি ছিলেন মহীয়ষী সুভাষিনী মিস্ত্রী। শিক্ষার্থী মহিলাদের উদ্দেশ্যে তাঁর অতি সংক্ষিপ্ত নির্দেশ, ' মনটাকে খাঁটি কর, নিজে চেষ্টা কর। মনের জোর আর ঈশ্বরের জোরকে সাথী করে কাজে নামো।' অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নেহরু যুব কেন্দ্রের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অধিকর্তা নবীন কুমার নায়েক, দক্ষিণ কলকাতার জেলা আধিকারিক রঘুমণি চট্টোপাধ্যায় এবং কোষাধ্যক্ষ পার্থ মিত্র। রাজ্য অধিকর্তা নবীন কুমার নায়েক শিক্ষার্থী মহিলাদের আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা এবং মুদ্রা যোজনা প্রকল্পের সাহায্য গ্রহণ করার পরামর্শ দেন যা তাঁদের নিশ্চিত কর্মসংস্থান জোগাবে। রঘুমণি চট্টোপাধ্যায় সুভাষিনী দেবীর ২০১৭ সালে নীতি আয়োগ ও রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মিলিত উদ্যোগে উপস্থাপিত Women Transforming India Award সম্মান লাভ করার প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন, ' সুভাষিনী মিস্ত্রী মহাশয়া আজ ভারতের গর্ব।

গত ১৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় জোড়া ঝড়ে গাছ ও পুরনো বাড়ি ভেঙে মৃত নিরুষ মিঞ্চ, মহম্মদ মানোয়ার আলম, প্রদীপকুমার সাজান, মহম্মদ শাহিদ খানের পরিবারের সদস্যদের হাতে ক্ষতিপূরণ বাবদ চেক তুলে দিলেন পুর মহাধ্যক্ষ জনাব খলিল আহমেদ।

কাশী মিত্র শ্মশান বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাশী মিত্র শ্মশানে থাকা একটি মাত্র বৈদ্যুতিক চুল্লিটি ২০ এপ্রিল বিকেল ৪টে থেকে আগামী ২৬ এপ্রিল বিকেল ৪টে পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। তবে কাঠের চুল্লিটি সাধারণ নিয়মমতো খোলা থাকবে। পুর তথ্য ও জনসংযোগ দফতর সূত্রে খবর, ওই চুল্লিটির মেরামতির জন্যই ওই সাতদিন বন্ধ থাকছে।

জ্বলন্ত ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে এনে অতীত ইতিহাসের দিনগুলিকে যেন তুলে ধরলো দক্ষিণ কলকাতার অ্যানেন ক্লাব। পাঞ্জাব রাজ্যের অমৃতসর মহানগরের জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকান্ডের (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ রবিবার) শতবর্ষ স্মরণে এই সংগঠন আয়োজন করল এক অত্যন্ত সময়োপযোগী নাটক ও আলোচনাসভার। নাট্য পরিচালক অপু গঙ্গোপাধ্যায়ের রূপায়ণে পরিবেশিত নাটক, সাংবাদিক দেবাশিস ভট্টাচার্যের বক্তব্য ও মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঞ্চালনা সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়।

৬৩তম রেলওয়ে সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ–পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে ৬৩তম রেলওয়ে সপ্তাহের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল ১৯ এপ্রিল রবীন্দ্র সদনে। অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ–পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার এসএন আগারওয়াল, উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার অনির্বাণ দত্ত এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের মুখ্যরা। (ছবিতে)– সবকিছুতে সেরার সেরা হওয়ায় এসএন আগারওয়াল, এপিসিয়েন্সি শিল্ড তুলে দিচ্ছেন চক্রধরপুর ডিভিশনাল ম্যানেজারের হাতে। এছাড়াও আদ্রা ডিভিশনের বোকারো স্টিল সিটি স্টেশন সেরা কেপ্ট স্টেশনের শিরোপা পেয়েছেন। ১০০ জন রেলের কর্মচারি এবং অফিসারদের এদিন সংবর্ধিত করা হয়। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন প্রদেশের নৃত্য নিয়ে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান।

মেলা ফেরে আনন্দে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রীকৃষ্ণ অবতারের বিভিন্ন রূপের মেলা বিভিন্ন সময়, দেশে বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সময়ে দেখা যায়। তেমনি ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে সোনামুখী দাসপাড়া অঞ্চলে হালদার পরিবার আয়োজিত গোষ্ঠ উৎসবের ও নববর্ষবরণকে কেন্দ্র করে মেলা স্থানীয় জন মানসে দিনদিন জনপ্রিয়তা লাভ করছে। যেমনটি ১৪২৫ তার যথেষ্ট সাড়ম্বর লক্ষ্য করা যায়। শতাধিক প্রাচীন এই মেলা কৃষ্ণের পূজা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলার হরেকরকম পসরা দিন দিন স্থানীয় মানুষ জনের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠছে বলে মনে করে এই মেলার আয়োজক হালদার পরিবারের খগেন্দ্রনাথ হালদার।

আলোকের ওই বৃক্ষতলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : যখন নতুন প্রযুক্তি ধারা অব্যাহত রাজ্যে ঠিক সেই সময় তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আরও উন্নত হয়ে উঠল কেওড়াতলা মহাশ্মশান। সরকারি উদ্যোগে এই স্থানটির নৈসর্গিক রূপায়ণে সম্প্রতি আরও এক ধাপ এগিয়ে দিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এই প্রথম তাঁর উদ্যোগে সৌর আলোর স্তম্ভটি একটি বৃক্ষের আদলে তৈরি। মুখ্যমন্ত্রী এটির নামকরণ করলেন সৌরশ্রী।

মাঙ্গলিকী

শ্রীকৃষ্ণ ফিল্মস এবং টেলিমিডিয়ার দ্বিতীয় নিবেদন ‘ভালোবাসার পরিণাম’

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রদীপ চ্যাটার্জি তার স্ত্রী অমলা এবং ছেলে অভিকে নিয়ে সুখের সংসার গড়ে তোলেন তার কোম্পানি চ্যাটার্জি অ্যান্ড সন্স–এর

মালিকানা নিয়ে। কিন্তু বাদ সাধে পিয়া নামে একটি মেয়ে। যে অভিকে তার মিথ্যে ভালাবাসার জালে আটকে রাখে। কিন্তু মিস্টার চ্যাটার্জি কিছুতেই চাননা যে পিয়ার সাথে অভির কোনও সম্পর্ক থাক। তাই তিনি ওনার বন্ধুর মেয়েকে নিয়ে আসেন নিজের কোম্পানিতে এমডি বানিয়ে, উদ্দেশ্য, যেভাবেই হোক না কেন অভির সাথে ওই মেয়ের যেন কোন সম্পর্ক না হয়। তা যেমন করেই হোক প্রদীপবাবু ওনার উদ্দেশ্য সফল হোক। এর মাঝে নিয়তির খেলায় যেন প্রদীপবাবু আবার হেরে যান। কারণ অভির সাথে প্রেমের সম্পর্ক হওয়ার পরেই প্রদীপবাবু এত উত্তেজিত ও আনন্দিত হন যে, অভি আর নিয়তির সহ্য হয় না। হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় অভি মারা যায়। এরপর চ্যাটার্জির পরিবারের অবস্থার কথা জানতে গেলে অবশ্যই এই ছবি দেখতেই হবে।

পুরুলিয়া–আসানসোলের বিভিন্ন জায়গায় টানা শুটিং চলছে। শেষ পর্যায়ের কাজ কলকাতায় হওয়ার কথা। অভিনয়ে কল্যাণ চ্যাটার্জি, দেবরাজ রায়, প্রিয়া কার্ফা, বিটু , সান্ত্বনা বসু, কস্তুরী রায় ও নান্টু চক্রবর্তী, কাহিনী চিত্রনাট্য–পরিচালনা শুভাশিস চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিচালনা সুজিত চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা দিবাকর চ্যাটার্জি, সম্পাদক প্রসূন চ্যাটার্জি, চিত্রগ্রহণ প্রদীপ দাস, শিল্প নির্দেশনা সুব্রত ব্যাজবা।

দুটো গল্প নিয়ে অমিত চক্রবর্তীর ছবি ‘ভালোবাসার গল্প’

শুভঙ্কর ঘোষ : ভালোবাসার অনেক দুঃখ বেদনার কথা নিয়ে পরিচালক অমিত চক্রবর্তীর ছবি ‘ভালোবাসার কথা’ ছবিটির কাজ সম্প্রতি শেষ হল। এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন, শুভাশিস চক্রবর্তী। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন কল্যাণ চ্যাটার্জি, শিবানী ভট্টাচার্য, লিজা, স্নেহা, সুস্মিতা, নান্টু চক্রবর্তী ও আরো অনেকে। দুটি গল্প নিয়ে এই ছবি। প্রথম গল্প দেবরাজ কাগজের সম্পাদক, সে হঠাৎ মনস্থ করেন তার নিজের লেখা কাহিনী চিত্র নিয়ে ছবি করবেন। তাই তিনি ছবি নির্মাণের আগে গল্পটি স্ত্রীকে শোনান। অন্যদিকে অমলেশ বাবু তার দুই মেয়েকে নিয়ে বেশ ভালোভাবেই দিনগুলো অতিবাহিত করছিলেন। বড় মেয়ে রিমার ইচ্ছা চাকরি করার সেই উদ্দেশ্যে সে কলকাতায় আসে। কলকাতায় এসে রিমা অভির প্রেমে পড়ে এবং বিয়েও করে। কিন্তু হঠাৎ অভির অ্যাক্সিডেন্টে রিমার বাকি জীবনটাই বদলে যায়।

ছবির দ্বিতীয় গল্পটা হল প্রিয়াকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। প্রিয়া একাকী তার জীবন কাটায়। হঠাৎ একদিন রাস্তার মাঝে

বরিশা সমীর গুহঠাকুরতা জাদু আড্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ এপ্রিল উপরোক্ত জাদু আড্ডা জমে উঠলো ১১ জনের উপস্থিতিতে। সঞ্চালক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে স্বাগত জানিয়ে আনন্দের সাথে বলেন এই মাসিক জাদু আড্ডা আজ ১৬ বছরে পা দিল। এরপরেই সকলে উঠে দাঁড়িয়ে আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত জাদুকর সমীর গুহঠাকুরতার জ্যোতির্ময় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানান ১ মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে। অড্ডা চলাকালীন বিভিন্ন জন সমীর গুহঠাকুরতার স্মৃতিচারণ করেন। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কথা বলেন আড্ডার আহ্বায়ক অসীম

গুহঠাকুরতা (সমীরের ভাই)।

এদিন আড্ডায় বিশেষ সম্মাননা জানানো হয় জাদুকর কৌশিক বিশ্বাসকে একজন সফল পেশাদার জাদুকর, একই সাথে ‘জাদু জ্ঞান পিপাসু’ জাদুকর হিসাবে। বরিষ্ঠ জাদুকর আর. ডি. ও জাদুকর ভোলানাথ দাসকে আড্ডার তরফে ‘জাদু রঙ্গমঞ্চ’ পত্রিকা উপহার দেওয়া হয়। ভোলানাথ দাসকে উপহার দেওয়া হল তাঁর স্বাক্ষর মুদ্রিত কপি। জাদুকর আর.ডি. কে দেওয়া হল তাঁর জাদু প্রদর্শনীর আলোকচিত্র মুদ্রিত কপি। অতঃপর আড্ডায় উপস্থিত জাদুকরদের মধ্যে ৭ জন জাদুকর সপ্তসুরের মত বৈচিত্র্যময় বৈঠকী ও স্ট্যান্ড আপ জাদু দেখিয়ে আসরকে করলেন উজ্জ্বল... এঁরা হলেন সর্বশ্রী জাদুকর মানস সিনহা, গোরা দত্ত, আর.ডি, বি. দাস, ভোলানাথ দাস, কৌশিক বিশ্বাস, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রদর্শিত খেলা গুলি নিয়ে কিছু আলোচনাও হল। জাদু সম্রাটের স্নেহধন্য জাদুকর সতিপ্রসাদ সরকার, জাদু সম্রাটের বর্ণময় স্মৃতি চারণা করলেন তাঁর ভাষণে। এই দিন আসরে ব্যতিক্রমী

আলোচনা হিসাবে মানস সিনহা একটি ‘মিডিসিন’ দেখিয়ে মঞ্চ শিল্পীদের পক্ষে এটির বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করেন। স্বভাবতই মিডিসিন–টির বিষয়ে আড্ডায় উপস্থিত সব জাদুকরই আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এদিন জাদু আড্ডায় ‘আগ্রহী দর্শক’ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাদুকর সুশীল দে ও ‘মাস্টার বিশ্বাস’...

যথারীতি আড্ডার ‘জননী’ তথা সভানেত্রী শ্রীমতী গুহঠাকুরতা সকলকে চা পানের ব্যবস্থার সাথে একবার আসরে উপস্থিত হলেন ‘জননী’র স্নেহমাখা হাসি নিয়ে, নীরবেই সকলকে বললেন ‘আড্ডা নিয়মিত চলুক’...

শিশির মঞ্চে নাটক ধনপতি উপাখ্যান

সব্যসাচী সান্যাল: বাংলার সংস্কৃতিতে নাটকের দীর্ঘদিনের একটা ভূমিকা আছে। সমকালীন সামাজিক পরিবেশ, রাজনৈতিক অবস্থা নাটকের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে যা মানুষের উন্নত চিন্তাভাবনার খোরাক জুগিয়েছে। বর্তমান সময়ে মানুষের জীবনযাপনের তাগিদে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়, সেখানে সুস্থ চিন্তাভাবনা করার সময় কোথায়? মানুষের মূল্যবোধ তলানিতে এসে ঠেকেছে। রাজনৈতিক হিংস্রতা, খুনোখুনি আর ক্ষমতা দখলের লড়াই আমাদের চারিপাশের পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলেছে এবং সমাজে এক অদ্ভুত অবক্ষয় শুরু হয়েছে।এই রকম একটা সময়ে নাটকের মাধ্যমে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে বার্তা দেবার জন্য সামাজিক পটভূমিতে বিভিন্ন নাটকের প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় নাটকের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠিত কলাকুশলীরা এই বিষয়ে খুব একটা চিন্তা করছে বলে মনে হয়না। এই সময়কালে নিছক বিনোদনের উপকরণ ছাড়া ধরা বাঁধা ছকের বাইরে নাটক প্রদর্শন হতে খুব একটা বেশি দেখা যাচ্ছে না। বর্তমান সময়ের কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা গেল রবীন্দ্র নাট্যসংস্থা গোবরডাঙা পরিবেশিত বেশ কিছু নাটক। রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার গোবরডাঙার কর্ণধার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বেশ কয়েকবছর ধরে ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক দপ্তরের উদ্যোগে বস্তি ও রেলপারের পথশিশুদের নিয়ে বেশ কয়েকটা নাটক যেমন চণ্ডালিকা, ডাকঘর, গুপ্তধন, খ্যাতির বিড়ম্বনা, এ কোন আগমনী, বীর শিকারী, বোকা তাঁতীর গল্প, এক যে ছিল রাজা, সত্যি রাজার দেশে এই রকম ৪৫টি নাটক পরিবেশন করেছে যা গুণীমহলে সমাদৃত হয়েছে। সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রয়াসে প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে রবীন্দ্রনাট্য সংস্থা গোবরডাঙা ও ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় এক ভিন্নস্বাদের নাটক ধনপতি উপাখ্যান অতি সম্প্রতি শিশির মঞ্চে উপস্থাপিত হল। বহুরূপী নাট্যশিল্পীদের নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে জীবন জীবিকার সংগ্রাম, নানা আবেগ নিয়ে ‘ধনপতি উপাখ্যান’ নাটকটি রচনা করা হয়েছে। নাটকের বর্ণিত চরিত্র ধনপতি বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে দেখে আসছে বহুরুপী শিল্পীদের জীবনের নানা ছন্দপতন। তার বাবা শ্রীপতির বহুরূপীর বিভিন্ন সাজে অসামান্য অভিনয় দক্ষতা গ্রামের মানুষদের মুগ্ধ করতো ও তার খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার আসাধারণ অভিনয় গুণের একবাক্যে সবাই সম্মান জানাত।

একবার শ্রীপতির বহুরুপীর সাজে কালোবাজারী ও বিভিন্ন অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত গ্রামের জমিদারকে পুলিশ ইন্সপেক্টরের সাজে অভিনয় করে জমিদারকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। এর ফলস্বরূপ জমিদার রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে শ্রীপতিকে তার ছেলের সামনে চাবুকের পর চাবুকে আঘাত করে ক্ষত বিক্ষত করে তোলে। এই অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে শ্রীপতি এই বহুরূপীর ব্যবসা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যে মারা যায়।ধনপতি চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখে পিতৃপুরুষের বহুরূপী ব্যবসা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে কোর্ট চত্বরে ঔষধপত্রের দোকান

নিয়ে নতুন ব্যবসায় বসে। ডাক্তার হিসাবে তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এমনকি নিজের ছেলের প্রবল জ্বরের সময় ওষুধ দিয়ে নিজের ছেলেকে সারিয়ে তোলে। এইভাবে পিতৃপুরুষের ব্যবসা থেকে সরে এসে রোজগারপত্তর মন্দ হচ্ছিল না। বাধ সাধল যখন কোর্ট চত্বর থেকে সমস্ত অস্থায়ী দোকান সরিয়ে দেওয়া হল।

এর আগে পারুল বহুবার পিতৃপুরুষের বহুরূপী সাজের ব্যবসা আবার শুরু করার কথা ধনপতিকে বারবার বলছিল। অবশেষে বহুরূপী সাজপোশাকে ভরা ট্রাঙ্ক নিয়ে এসে বিভিন্ন সাজ পোশাকে কিভাবে অভিনয় করা হয় ধনপতি পারুলকে করে দেখাল। এতে পারুল অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে তাকে বহুরূপী ব্যবসা আবার শুরু করার জন্য সব রকমের সহযোগিতা করল। নাটকটি রচনা করেছেন সুবিনয় দাস,নির্দেশনায় বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, আলোয় ধনপতি মন্ডল, আবহে ময়ুখ দত্ত, পিয়ালী সামন্ত,আস্তিক মজুমদার, প্রক্ষেপণ তন্ময় মন্ডল, মঞ্চভাবনা ময়ুখ দত্ত, মঞ্চ নির্মাণ সুধাংশু বিশ্বাস, অন্যান্য সহযোগিতায় স্মৃতি চক্রবর্ত্তী, সুরজিৎ বিশ্বাস, সুদীপ বিশ্বাস ও সুদীপ পাল। আর মুখ্যচরিত্রে ধনপতির ভূমিকায় ময়ূখ দত্ত এবং স্ত্রী পারুলের ভূমিকায় পিয়ালী সামন্ত আসাধারণ অভিনয় করে বহুরূপী জীবনে নানা দু:খ যন্ত্রণা সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আজও গ্রাম বাংলার বহুমানুষ বহুরূপী শিল্পী হিসাবে বংশানুক্রমিকভাবে নিজেদের জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে এবং এই নাটকটি তাদের পেশার প্রতি সম্মান জানিয়েছে।এই ধরনের লোকশিল্পীদের নিয়ে নাটক পরিবেশনা করার জন্য প্রচেষ্টাকে দর্শকরা সেভাবে গ্রহণ করল না এবং প্রেক্ষাগৃহ খুব কম সংখ্যক দর্শকদের উপস্থিতি হতাশ করেছে।

ভোটের ঘন্টা
মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন বছরে বাজল ভোটের ঘন্টা
দুশ্চিন্তায় ভরে ওঠে সদা মনটা
কেউবা ধূসর কারো চকচকে রঙটা
কারোর সজ্জা যেন গাজনের সঙটা

ভুভুজোলাতেই ঝালাপালা হবে কানটা
শব্দ দূষণে অস্থির হবে প্রাণটা
কেউবা হারাবে বোমাবাজীতেই জানটা
তবে না বাড়বে নেতা–মন্ত্রীর মানটা

জলের অভাবে শুকিয়ে মরবে ধানটা
চাষার ভাবনা কখন ডাকবে বানটা
তখন আবার কাস্তেতে দেবে শানটা
সকলে গাইবে সুখ দুঃখের গানটা

রক্তধারায় সারবে অনেকে স্নানটা
কেটেছে আগেই বাংলার দুই কানটা
অতি সাবধানে ফেলতে হবেই দানটা
শেকড় ধরেই সজোরে মারুন টানটা
(কোন্নগর, হুগলি)

অক্ষর যুদ্ধ
দেবকুমার মুখার্জী

অক্ষরে অক্ষরে সংঘর্ষ হোক–
রক্তপাত।
একটা অক্ষর আরেকটা অক্ষরের পেটে
ঢুকে যাক– ছুরি চালিয়ে দিক
আমার মুক্তি হোক অক্ষরে অক্ষরে
বিশুদ্ধ কবিতায়
(নিশানতলা, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান)

আকাশের তারা
রবীন পার্থ মণ্ডল

আকাশের তারা ধরে শিশুটি বলল
মা খিদে পেয়েছে, খেতে দাও
নদীর ভেতর থেকে শিশুটির মা বলল, চুপ
আকাশের তারা ধরে আবার শিশুটি বলল
মা খিদে পেয়েছে, খেতে দাও
নদীর ভেতর থেরে শিশুটির বাবা বলল, চুপ করো
শিশুটি ধীরে ধীরে রাত হয়ে গেল ।
(রাধানগর পাড়া, পূর্ব বর্ধমান–৭১৩১০১)

অবগুণ্ঠন
প্রিয়াংকা ব্যানার্জী

ভোরের আলো লজ্জায় আজ
মুখ ঢাকে ফুলের সাজে
রাত্রি ধরে কিসের সে গান
জ্যোৎস্না মাখা, স্নিগ্ধ সাজে
চোখ ছিল গভীর ঘুমে
জগত্ সে এক স্বপ্ন ঘেরা
কেমন এক আলোর লীলা খেলায়
আধো ঘুমে হঠাৎ ফেরা
বারান্দাটায় তার লজ্জা ভেঙে
ফুটে আছে নয়নতারা
সারাদিন ভালোবাসে, সঙ্গ দেয়
আমায় যারা।
(গড়িয়া, কোলকাতা–১৫৩)

চাঁদ
নীপা চক্রবর্তী

এত রূপ এত ঔজ্জ্বল্য
তবুও উপগ্রহ !
রূপসী চাঁদ সে তো তোমার নাম
ঈদ পর্ব সেও তো তোমায় দেখেই
মধুচন্দ্রিমা সেখানেও তুমি
জোয়ার ভাটায় সেও তুমি
কবির চোখে ঝলসানো রুটি
তবু জ্যোৎস্না তোমার ভুবনমোহিনী ...
(নিউ পর্ণশ্রী, কলকাতা – ৬০)

একটি বেয়াড়া ইচ্ছে
শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়

মিন্টো রোডে ওটা ছিল এগারো তলার সরকারি ফ্ল্যাট ।
ভোরবেলা ঘুমচোখে মাঝে মাঝেই দেখতুম
মশারির চালে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে
কয়েকটা পায়রা, ঠিক যেন ট্র্যাপিজের খেলা
দেখাতে দেখাতে পড়ে গেছে নেটের ওপর,
আর আমি অপার প্রশ্রয়ে দেখেছি তাদের সেই
অনন্য পদচারণা; শ্বাসরুদ্ধ করে, যদি উড়ে যায়

এখন থাকি বাংলার রাজধানীতে। এটাও হাইরাইজ ।
এখানেও চারিদিকে ওদের বকম বকম,
ভোর হয়, মশারি আছে, জানালাগুলোও গ্রীলছাড়া।
শুধু ট্রাপিজের খেলাটা দেখাতে ওরা আসেনা কেউ!
ওরা কি বদলে গেল! নাকি আমাদের বদলটা
ওরা টের পেল? অথচ ওই খেলাটা বার বার
দেখার বেয়াড়া ইচ্ছেটা আমার এখনও গেলনা।
(সার্ভে পার্ক, কল–৭৫)

ছড়া
দীনেন্দ্র কুমার চন্দ্র

যা গেছে তা যাক না চলে
থাকব এবার আহ্লাদে
পারিস যদি আয় না দেখি
আমার সঙ্গে পাল্লা দে
(রাজডাঙা, কলকাতা)

কালী বোস
দেবকুমার মুখোপাধ্যায়

কাটাপোনা, কালীবোস, চিংড়ি, ট্যাংরা কই
দর খুব বেশী নয় – দুশো আশী নব্বই
নিয়ে যান দাদা, কাকা
পকেট হবে না ফাঁকা
গিন্নীও খুশী হবে সাথে পেলে টক দই

দু–হাতে বাজার নিয়ে ঘেমে নেয়ে একশা
অগত্যা নিতে হয় তিন চাকা রিকশা
কই কোথা গেলে সব
জুড়ে দেয় কলরব
ঘরে ফিরে কালী বোস, সে তুমুল হৈ চৈ
আমাকেই কাটো আজ, আমি তো মানুষ নই ।
(পানিহাটি, উঃ২৪ পরগনা)

কবি ও কবিতা
শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

আমি কবি হবো
কবিতা লিখবো
খ্যাতিমান হবো!
শব্দ চয়ন করলাম
বিভিন্ন ভাবে লিখলাম
কবিতা হল না!
অর্থ খুঁজলাম
পেলাম না খুঁজে
তাই কবিতা হল না।
গভীর দুঃখ পেলাম
ভেতর থেকে
বেরিয়ে এল কবিতা
আমি কবিতা লিখলাম
কবি হলাম
খ্যাতি পেলাম ।
(ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কল–২৬)

অর্ঘ স্বরূপ
আরতি দে

নৈঃশব্দের কথা সেদিন না বুঝলেও
পরে বুঝেছিলাম কি বলেছিল ওরা ।
নিস্তব্ধ রাতে দেখে ছিলাম
ফুলেদের ফুটন্ত পাপড়ি
মোহবিদ্ধ করে আমায়
দেবতার অর্ঘস্বরূপ ।
সাজি হাতে বাড়াতে গিয়ে হাত যাই থেমে,
রাতের অন্ধকারে ওদের ছুঁতে নেই বলে ।
দরজায় খিল এঁটে ঘুমিয়ে পড়ি ।
তখনও রাত বড় বেশী গভীর
দরজা খুলে দেখি
একটিও ফুল নেই বাগানে
মাটির বুক জড়িয়ে পড়ে আছে
ছঁড়ো ছঁড়ো কিছু পাপড়ি ।
(শহীদনগর, কলকাতা–৭৮)

কবিগুরুর প্রতি
বসন্ত পরামাণিক

নিরাশার অন্ধকারে যখন হারাই পথ
তোমার বাণী আলো হয়ে দেখা দেয় ।
বিষাদের ছায়ামাখা দিনে
তোমার গান প্রেরণার সুর হয়ে
বেজে ওঠে হৃদয়তন্ত্রীতে।
আত্মধিক্কারে যখন জ্বলে পুড়ে মরি,
তখন অজস্র ঢেউ দিয়ে তুমিই
মুছে দিয়ে যাও গ্লানি, যন্ত্রণা, অনুশোচনা –
লিখে দাও হৃদয়ের বালুচর জুড়ে
শুধু শান্তির বাণী।
আমার সুখের সঙ্গী
তোমার কবিতা ও গান,
আবার বেদনায় তোমার কাছেই আশ্রয় খোঁজা –
এই যেন রোজনামচা আমার।
চিরকাল রবির কিরণ যেমন ঋণী করে যায়,
তোমার কাথে তেমনি আমার
দিনে দিনে ঋণ বেড়ে যায় ।
(বাওয়ালী, বজবজ)

আপনজন
অশোকা পাঠক

নিস্তব্ধ নির্জন রোদজ্বলা তপ্ত দুপুর
ক্রিং ক্রিং শব্দে ফোনটা বেজে ওঠে – হ্যাল্লো
কেমন আছো ভাই, খবর সব ভালো?
কত সুখ দুঃখ হাসি কান্না আনন্দ বেদনা
কথার পিঠে কথা দিয়ে মালা রচনা
মৌন দুপুর মুখর হয়ে যায়
সময় গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে যায়, দিন ফুরায় ।
সেই তপ্ত দুপুর আবার আসে
(কিন্তু) সেই স্নেহস্বর আর ফিরে আসে না ।
বন্ধ ঘরে এসি শীতলতা
যেন কফিনের হিমেল নীরবতা
কেউ আর বলে না –
কেমন আছ, খবর ভালো তো ?
(কলকাতা–৬)

অণু গল্প

হোকাস্–পোকাস্–ফোকাস্
অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেট্রো স্টেশনের কাউন্টারে টাকা দিয়ে গন্তব্য স্টেশনের টোকেন নিলাম, এবং ম্যাগনেটিক প্রবেশ দরজার মাথায় টোকেনটি বসালাম। ঠক্ – দরজা চিচিং ফাঁক হইল না। পাশে দণ্ডায়মান রক্ষী কর্কশ স্বরে বললেন, টোকেনটা উল্টে আবার জোরে বসান। অতঃপর তাই করলাম। তাও দরজা খুলিল না। রক্ষীর দিকে তাকালাম, দেখি তিনি ইতি উতি তাকাচ্ছেন – বুঝলাম তিনি টেকনিশিয়ান খুঁজছেন।

হঠাৎ আমার একটা জাদু মন্ত্র মনে পড়ে গেল, সেটারই সাহায্য নিলাম। টোকেনটি তৃতীয়বার উল্টে দরজার মাথায় বসিয়ে জোরে জোরে বললাম সেই অমোঘ মন্ত্র – হোকাস্–পোকাস্–ফোকাস্। আর কি আশ্চর্য, দরজা খুলে গেল। আমি খোলা দরজা দিয়ে চলমান সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি রক্ষী বিমূঢ় ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন !

আমি ওনার দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে হাত নেড়ে নীরবে বললাম – ঠিক !

এই জাদুর কৌশল, ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে !

(ভবানীপুর, কলকাতা)

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

আইপিএলে এবার দৌড়চ্ছে কেকেআর, ক্যারিবিয়ান দাপটও অব্যাহত

অরিঞ্জয় মিত্র

আইপিএল এবার যতটাই এগোচ্ছে ততটাই শানদার হয়ে উঠছে কেকেআর-এর পারফরমেন্স। বস্তুত দুদিন আগে যে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে তিলোত্তমা তছনছ হয়েছে, তার চেয়েও ধমাকাদার হয়ে উঠেছেন একেক জন নাইট। এদের মধ্যে ক্যারিবিয়ান আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারাইনরা যেমন রয়েছেন, ঠিক তেমনই রবীন উথাপ্পা, রানা, অধিনায়ক দীনেশ কার্তিকরাও (যদিও অধিনায়ক এখনও ব্যাট হাতে ছক্কার সিরিজ শুরু করতে পারেন নি) কোনও অংশে কম যান না। তাছাড়া এখনও পর্যন্ত যে কটি টিম আইপিএলের এই দৌড়ে সাফল্যের সঙ্গে লিড করছে তাদের মধ্যে অন্যতম সেরা দেখাচ্ছে নাইট রাইডার্সকে। গৌতম গম্ভীরের পর হয়তো দীনেশ কার্তিকের মধ্যে আরও এক সফল অধিনায়কের রসদ তৈরি হচ্ছে জোরকদমে।

বিরাট কোহলি ভারত অধিনায়ক হিসাবে যতটাই সফল, ঠিক ততটাই ব্যর্থ আইপিএলে তাঁর দল বেঙ্গালুরু রয়াল চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে। গতবছর ক্রিস গেইল, ডিভিলিয়ার্সদের মতো বুমবুম তারকাদের নিয়েও চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছিল কোহলির বেঙ্গালুরু। এবারেও যেন সেই একই ঘটনার অ্যাকশন রিপ্লে শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত আইপিএল যেভাবে এগোচ্ছে তাতে নিচের দিকে ফের তলিয়ে যেতে শুরু করেছে আরসিবি। আর এখানেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিরাটের অধিনায়কত্ব দেশের জন্য যতটা আবেগ ঝরাতে পারছে তার কানাকড়িও বর্তাচ্ছে না আইপিএল টিম আরসিবি'র ভাগ্যে। অনেকে এজন্য দলের মালিক বিজয় মালিয়ার কথা পাড়ছেন। তাঁদের বক্তব্য, মালিয়ার পাপে ডুবছে কোহলি। কিন্তু এটা যে শুধুমাত্র কথার কথা তা ভালোই বুঝছেন সাধারণ ক্রিকেটমোদীরা। তাঁরা বরং মেসির উদাহরণ দিয়ে বলছেন, লিওনেল ক্লাব দলের হয়ে যতটা সফল, তার সিকিভাগ সাফল্য সে পায়নি দেশের অধিনায়ক বা আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে। এক্ষেত্রে মেসির যাবতীয় আবেগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে ক্লাবকে ঘিরে। দেশের জন্য তার বরাতে কিছু জোটেনি তেমনভাবে। এখানে বিরাট যেন ঠিক মেসির উলটো। তবে দেশকে সাফল্য দিতে পারছেন বলে কোহলি এখানে লিওনেলের আগে তো বটেই।

হায়দরাবাদের হয়েশিখর ধাওয়ানের ক্যাপ্টেনশিপে নিজেকে মেলে ধরতে প্রস্তুত ভারতীয় টেস্ট দলে নিজের জায়গা পাকা করা উইকেটকিপার ঋদ্ধিমান সাহা। এখন ঋদ্ধি চাইছে এই আইপিএল মঞ্চের মাধ্যমে এমন কিছু করে দেখাতে যাতে ভারতীয় একদিনের ব্রিগেডেও তার স্থান মেলে। সম্প্রতি কলকাতার স্থানীয় লিগে যে মেজাজে ঋদ্ধি ব্যাটিং করেছেন তা আন্তর্জাতিক রেকর্ডের স্বীকৃতি না পেলেও নিঃসন্দেহে বুঝিয়ে দিয়েছে আরও এক মারকুটে ব্যাটসম্যান তৈরি হচ্ছেন অন্তরালে। আসলে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান দীনেশ কার্তিক যেদিন দুর্দান্ত ম্যাচ উইনিং ইনিংস খেলেছেন সেদিন থেকেই যেন পালটে গেছে ভারতীয় দলের অন্য কিপাররা। ব্যতিক্রম নয় ঋদ্ধিমানও।

যতদিন মাহি নিজে থেকে না সরছেন ততদিন পর্যন্ত অবশ্য অপেক্ষা করার পালা চলবেই। কিন্তু ধোনি জমানার অবর্তমানে একদিনের ক্রিকেট সহ সর্বস্তরের ম্যাচে দীনেশ বনাম ঋদ্ধির একটা বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই দেখা যেতেই পারে। দিল্লি ডেয়ার ডেভিলসের আইপিএল ভাগ্যটাও খুব খারাপ। এতদিন হয়ে গেল তারা কিছুতেই আইপিএল জিততে পারে নি। তাই এবার চ্যাম্পিয়নস লাক থিওরি মেনে দিল্লি ডেয়ার ডেভিলসের অধিনায়ক হয়েছেন ঘরের ছেলে গৌতম গম্ভীর। রয়েছেন সাম্প্রতিক দাম্পত্য সমস্যায় জেরবার পেসার মহম্মদ সামিও।

একাদশতম বছরেও আইপিএলের জৌলুস কিন্তু পুরোপুরি অটুট। হাজার রজনী পার হয়ে যাওয়ার পরেও আমাদের বাংলার বহু যাত্রা বা নাট্যপালা যেমন নবরূপে আবির্ভূত হয় তেমনই অনেকগুলো বছর পরেও আইপিএল-এর আড়ম্বর এখনও দারুণ টাটকা। এটাই বোধহয় আইপিএলের জাদু। এমনিতে পুরনো ঘরানার টেস্ট ক্রিকেট থেকে একটু অন্যরকম স্বাদ পেতে ভারতীয়রা অনেকদিন আগেই ঝুঁকেছেন টি-২০ তে। এহেন ভারতে টি-২০-র একটা সর্বোচ্চ মানের লিগ বড় আকার ধারণ করবে এতো খুব স্বাভাবিক।

আইপিএল এলে কলকাতার ধর্মতলা চত্বরে গেলে বোঝা যায় এখানকার সমর্থকেরা কতটা ক্রিকেট পাগল। কলকাতা, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করা আইপিএলের দেশি-বিদেশি তারকাদের হয়ে গলা ফাটাতে এই কদিন হরেকরকম জার্সির প্রায় হাট বসে যায় ময়দানে।

এটা অবশ্য কলকাতার চিরাচরিত ট্র্যাডিশন। খেলাধূলার আবেগ কলকাতাবাসী যতটা বোঝে তা অন্যের হৃদয়ঙ্গম হতে অনেক সময় লেগে যাবে। এজন্য কলকাতা দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানীর পাশাপাশি ভারতীয় ক্রীড়া জগতের মক্কাও বটে।

পারুলিয়ায় ফুটবল প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলাজুড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়স্তরে যে ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার ব্যতিক্রম হল না ময়ূরেশ্বর-১ নং ব্লকের অন্তর্গত মল্লারপুরেও। মল্লারপুর চক্রের ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির চলছে পারুলিয়ার মাঠে। দায়িত্বে আছেন প্রাথমিক শিক্ষক সমাজসেবী সুশান্ত চ্যাটার্জী, চন্দন ব্যানার্জী, সত্যবান লেট, মঙ্গল সোরেন, মল্লারপুর চক্রের এসআই দীপেন্দ্র বেরা। ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা এবং বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি রাজা ঘোষের সহযোগিতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষক সমাজসেবী সুশান্ত চ্যাটার্জী। অন্যদিকে, জেলার পুরসভা শহর নলহাটি এলাকায় মহিলা ফুটবল দল এবং ভলিবল দল গঠন করে তাদের নিয়ে কোচিং করাচ্ছেন বীরভূম জেলা তথা রাজ্যের অন্যতম স্বনামধন্য কোচ বদরুজ্জোহা শেখ।

ফুটবল টুর্নামেন্ট

মলয় সুর : বাঙালি ফুটবল অন্ত প্রাণ একথা বলাই বাহুল্য। বাঙালির জীবন-জীবিকা-সমাজবোধের টানে আবর্তিত হয়েছে বাঙালির ফুটবল। রবিবার নববর্ষের দিন একদিনের নৈশ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল ভদ্রেশ্বর খেয়ালী সংঘের উদ্যোগে। তাদের নিজেদের মাঠে কানন বালা সাহা উইনার্স ও স্বর্গীয় ভদ্রেশ্বরের পুরপ্রধান স্বর্গীয় মনোজ উপাধ্যায় স্মৃতি চ্যালেঞ্জ রানার্স ট্রফি। প্রতিযোগিতায় আট দলীয় নক আউট ভিত্তিতে মেলাগুলি হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণুকুমার বলেন, ফুটবলের দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির লক্ষ্যে সবার আগে প্রয়োজন তৃণমূল স্তরে ফুটবলের উন্নয়ন, ফাইনালে আমরা সবাই উইনার্স এবং এন ওয়াই এস রানার্স ট্রফি পায়। প্রতিটি ম্যাচে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার ছাড়াও সেরা খেলোয়াড় সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার থাকে। উপস্থিত ছিলেন ভদ্রেশ্বর পুরসভার পুরপ্রধান প্রলয় চক্রবর্তী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আবীর কাঁঠাল, ইনডোর বিভাগের সম্পাদক পার্থ বৈরাগী। খেলার ধারা বিবরণী দেন মলয় ভট্টাচার্য। খেলাগুলি দক্ষতার সঙ্গে রেফারিং করেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মল সরকার। ফুটবল প্রেমীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিযোগিতাটি সফল হয়।

সুন্দরবনে নৈশলোক ফুটবল চ্যাম্পিয়ন বড়িয়া জোড়ামন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমান সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে প্রত্যন্ত সুন্দরবনে ফুটবল খেলাকে আরো জনপ্রিয় করে তুলতে নৈশলোক ফুটবল খেলার আয়োজন করলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার ফুলমালঞ্চ ১০ নং নতুন পাড়া সুন্দরবন আদিবাসী স্পোর্টিং ক্লাব। দুটি মহিলা দল সহ দশ দলের ফুটবল খেলা দেখতে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। রবিবার রাতে দ্বিতীয় বর্ষের খেলার আনুষ্ঠানিক সুচনা করেন প্রাক্তন ফুটবলার সমীর নস্কর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ফুটবল কোচ অসীম কয়াল,চুনাখালী বিবেকানন্দ ফুটবল আকাদেমির কর্ণধার দেবাশীষ বৈরাগী,সজল দেব,শুভঙ্কর সরদার,ডাঃ বিনোদ মাঝি,প্রিয়তোষ মন্ডল,প্রদীপ সরদার,মৃত্যুঞ্জয় মাঝি,রইচালি মোল্লা সহ বিশিষ্টরা। ১লা বৈশাখের দিন গ্রামের যুবকরা এমনই অভিনব ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। খেলার উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হয় দুটি মহিলা দলের মধ্যে বড়িয়া জোড়া মন্দির ও কাঠখালি বিবেকানন্দ সেবাসমিতির মধ্যে ফাইনাল খেলায় জোড়া মন্দির ৫-১ গোলে জয়লাভ করে। ফাইনালে হ্যাট্রিক সহ ৫ গোল করে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন জয়ী দলের মৃত্যুঞ্জয় সরদার। চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি সহ আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। নৈশ ফুটবল টুর্নামেন্ট নিয়ে আয়োজক ক্লাবের সভাপতি তপন মাঝি ও মধু রায় বলেন, ফুটবলে আগামীদিনে ভবিষ্যত প্রজন্ম কে আরো বেশি করে উৎসাহ দিতেই আমরা সময়ে সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গ্রামে নৈশালোক ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি।

বাগবাজারে ক্যারাটে

রিম্পি ঘোষ : কলকাতার বাগবাজার তরুণ ব্যায়াম সমিতিতে কানিনজুকো ওপেন ক্যালকাটা জেলা ক্যারাটে ডো চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের ৭নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বাপী ঘোষ, ভারতশ্রী ক্ষীতিশরঞ্জন চ্যাটার্জী, সংশ্লিষ্ট ব্যায়াম সমিতির সভাপতি অঞ্জন চ্যাটার্জী প্রমূখ। কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দার ও মৌমিতা চক্রবর্তী জানান, দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণকারী এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় বয়স ও ওজন ভিত্তিক প্রায় ৩০ টি বিভাগে উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতা থেকে প্রায় ১৫০ - এর বেশি ছেলে - মেয়ে অংশগ্রহণ করে। সংশ্লিষ্ট বাগবাজার তরুণ ব্যায়াম সমিতির সম্পাদক সুব্রত মন্ডল এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বলে তারকবাবু জানান।

ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩১ মার্চ বিকালে 'পরিচয় ক্লাবের' উদ্যোগে কুমারটুলি পার্কে আকর্ষণীয় 'ফুটবল টুর্নামেন্ট' প্রতিযোগিতা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। শুভ উদ্বোধন করেন মন্ত্রী ডাক্তার শশী পাঁজা, সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন সম্পাদক অরূপ রায়। শেষে ক্লাবের পক্ষ থেকে 'চ্যাম্পিয়ান ও রানার্স'' বিজয়ী দলের কৃতি খেলোয়াড়দের পুরস্কার প্রদান করা হয়। জাঁকজমকপূর্ণ খেলার মাঠে হাজার খানেক দর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মনের খেয়াল

কেঁচেগণ্ডুস

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

স্কুল থেকে ফিরে মাইকেল প্রগ্রেস-রিপোর্টটা বাবার হাতে তুলে দিল।

-সে কিরে? এতো দেখছি তুই দর্শনে এবারও ফেল করেছিস!!

-আমি তো তখনই বলেছিলাম বাবা, এই বিষয়টা আমার একদম পছন্দ নয়, তাছা।া ভীষণ কঠিনও লাগে, আমি কোনদিনও পাশ করতে পারব না। এর থেকে অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা অনেক ভাল।

প্রিয়তোষ বাবু বললেন, তা ওগুলোতেও তো ভাল নম্বর তুলতে পারতিস না। তাই তোর পিসি বলল আর্টস্ নিতে।

-আর অমনি তোমরা আমার কথায় পাত্তা না দিয়ে পিসির কথায় নাচতে শুরু করে দিলে। কেন আমি কম নম্বর পেতাম, তা কি তোমরা জানতে চেয়েছিলে? ভাবলে আর্টস্ নিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে!

-তাহলে তুই এখন কী করতে চাস?

-বাবা, আমি দু'বছর রোল-ব্যাক করতে চাই। এইচ আর ব্যাঙ্কে আমার দু'বছর আগের শরীর আর মনের একটা করে প্রতিলিপি রাখা আছে না? আমি সেগুলোতে ফিরে যেতে চাই।

-তুই, কী বলছিস, ভেবে বলছিস তো? রোল-ব্যাক করতে অনেক টাকা পয়সা লাগে, সে না হয় ছে।ই দে। কিন্তু, দু'টো বছর তোর নষ্ট হবে, সেটা কি ভেবে দেখেছিস?

-হ্যাঁ বাবা, পুরো জীবনটা নষ্ট হওয়ার চাইতে সে অনেক ভাল। আমি চিন্তা ভাবনা করেই বলছি, তুমি রোল-ব্যাক এর ব্যবস্থা কর। আমার আর অন্য কোনও উপায় নেই। আর খারাপ রেজাল্টের কথা বলছ? তখন প।শোনার মর্যাদা আমি বুঝিনি তাই প।তাম না, এবার আমি দেখিয়ে দেব, ভালো রেজাল্ট কাকে বলে। তোমরা শুধু নিজের ইচ্ছাটা অন্যের উপর চাপাতে ভালোবাস এবং সেটা করে ছা।। আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার যেন কোনও মূল্যই নেই!

* * *

টাকা-পয়সা জমা প।ে গেছে, লিঙ্ক ফেইলিওরের অসুবিধায় যাতে প।তে না হয়, সেজন্য এইচ আর ব্যাঙ্ক সংলগ্ন একটি ল্যাবে সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তারিখে ও সময়ে প্রিয়তোষ বাবু ছেলেকে নিয়ে ল্যাবে উপস্থিত। মাইকেলকে দিয়ে কয়েকটা ফরম সই করিয়ে নেওয়া হল।

কোনও উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রয়োজনে যে কোনও তারিখে রোল-ব্যাক করতে হতে পারে এই মর্মেও মাইকেল ও প্রিয়তোষবাবুকে রাজী হতে হল। নিরাত্তার কারণে সেদিনেরও একটা ব্যাকআপ করে রাখা হল।

ঠিক রাত বারোটায় রোলিং-ব্যাক শুরু হল, পাঁচ ছয় ঘণ্টা তো লাগবেই। টান টান উত্তেজনা নিয়ে সকলে অপেক্ষা করছে। সকলের চোখ মনিটরের উপর নিবদ্ধ। ১০%..২০%..৩০%.. রাত তিনটা নাগাদ পৌঁছল ৬০% এ। তারপর থেকে লক্ষ্য করা গেল, অনেক্ষণ বাদে বাদে পরিবর্তন হচ্ছে। মাঝে একবার লাল হরফে লেখা ফুটে উঠল- হার্ড-ড্রাইভ থেকে প।তে অসুবিধা হচ্ছে!

সকাল সাতটায় ডক্টর এসে বললেন, দু'বছর আগের রোল-ব্যাকে অসুবিধা হচ্ছে, আপনাদের অনুমতি পেলে, তিন বছর আগের রোল-ব্যাকটা চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রিয়তোষবাবু বাধ্য হয়ে তিন বছরেই রাজী হয়ে গেলেন। ভাগ্য ভাল এবার রোলিং ব্যাক অপারেশনটা নির্বিঘ্নে ও ভালোভাবে সুসম্পন্ন হল। মাইকেলের নামে আর একটি নূতন বার্থ-সার্টিফিকেট দেওয়া হল। জন্মতারিখের মাস আর তারিখ একই রইল। বছরটা ২১১৭ এর পরিবর্তে করে দেওয়া হল ২১২০।

বা।তে অধীর আগ্রহে মা অপেক্ষা করছিলেন। ষোল বছরের মাইকেলের পরিবর্তে গা।ি থেকে নেমে এল তের বছরর এক লাজুক কিশোর। মাকে প্রণাম করতেই তৃণাদেবী ছেলেকে জ।িয়ে ধরলেন। ধরা গলায় মাইকেল বলল, এবার থেকে মা, আমি ভালোভাবে প।শোনা করব। দেখে নিও, আমি কত ভালো রেজাল্ট করি।

ভাবতে পারো?

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয় ছোট্ট বন্ধুরা

আমি জানি আমার মতন তোমরাও কোকাকোলা পানীয় খুব পছন্দ কর। তাই বলি, আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে মিশর দেশের ফারাও তথা সম্রাট রামাসে ওই ধরনের পানীয় পান করতেন। কি রকম? সম্রাট ফারাও-এর সমাধির ভিতর একটা তুলোট কাগজ পাওয়া যায়; ওই কাগজটিতে ছবির ভাষায় লেখা আছে রামাসে যে পানীয়টা পান করতেন সেটি তৈরি করতে যে উপাদানগুলি লাগত সেগুলির নাম। ওই নামগুলি ইংরাজিতে তর্জমা করে জানা গেছে আজকের কোকাকোলা তৈরি করতে প্রায় একই ধরনের উপাদান ব্যবহার করা হয়। ভাবা যায়?

এই প্রসঙ্গে আরও জানাই: পৃথিবীর সব চেয়ে তিন প্রাচীন সভ্যতা তথা সিন্ধু সভ্যতা (ভারত উপমহাদেশ), ইয়াং সি কিয়াং (চিন), নীল হ্রদ সভ্যতা (মিশর)-র ঊষাকাল থেকে এই তিন দেশের মাদারি জাদুকরেরা পথে ঘাটে যে জাদুর খেলাটি দেখিয়ে আসছেন কাপ ও বলের খেলা সেটি আজও তাঁরা দেখান। এর থেকে বলা যায় যে পৃথিবীতে মানব সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই জাদুকলা চর্চা প্রবাহমান রয়েছে, যা জাদুশিল্পীদের কাছে অবশ্যই গর্বের বিষয়।

সূত্র : ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত জাদু পত্রিকা 'বিলেট, আগস্ট ২০০৮' সংখ্যায় প্রকাশিত 'জানেন কি'? তথ্য।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

তোমাদের মনের খেয়াল কেমন লাগছে। আরও কী কী জানতে চাও? আমাদের চিঠি লেখ বা এস এম এস কর (উপরোক্ত নম্বরে।)

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com